মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

পশু পাখীর গল্প ১

পশু-পাখীর গল্প—১

(প্রাচীন ফার্সী সাহিত্য অবলম্বনে)

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

পশু-পাখীর গল্প-১

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৯৯
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুলাই -২০০২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী -২০০৬

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদঃ সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস

মুল্য ঃ ৫৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

PASHU-PAKHIR GALPA-1 by Muhammad Farid Uddin Khan; Published by S.M. Raisuddin (Director Incharge) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125, Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000. 9569201, Dhaka, Bangladesh. Price Tk. 55.00 US$ 2. ISBN.-984-493-042-X

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

কিশোর ক্লাসিকে পশু-পাখীদের গল্প-কাহিনী বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বিশ্বের সকল ভাষা ও সাহিত্যই এদিক থেকে সমৃদ্ধ। আজও যেমন পশু-পাখীদের জবানীতে গল্প লেখা হচ্ছে অতীতেও তেমনি লেখা হতো। মানব শিশু জন্ম নিয়ে কথা বলা শেখার পর থেকেই তার মা-বাবা ও ভাই-বোনদের ঘরের মত ঘনিষ্টজনদের সাথে ভাব জমানোর পাশাপাশি পশু-পাখীদের সাথেও ঘনিষ্ট হতে চায়। ওদের নিয়ে শিশুদের মনে কতো প্রশ্ন! ওরা কে, কি ও কেনো এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শিশু তার ফিতরাত সুলভ জ্ঞান আহরণের আগ্রহকে প্রকাশ করে থাকে। প্রিয়জনেরাও শিশুদের এ ধরনের চাহিদা মোতাবেক পশু-পাখীদের নিয়ে গল্প-কাহিনী বানায়। এদিকটি খেয়ালে রেখেই লেখক ও শিল্পী-সাহিত্যিকরা শিশুদের মন-মানসকে গড়ে তোলার জন্যে পশু-পাখীদের ভাষোনীতে আকর্ষণীয় ও শিক্ষামূলক গল্প কাহিনী ও ছড়া-ছবি তৈরী করে থাকেন। আগেকার দিনে অবশ্য এ ক্ষেত্রে লেখকদেরই শুধু ভূমিকা ছিল। আজকাল শিক্ষা-দীক্ষাকে আরো সহজ, মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করার জন্যে শিল্পীরাও লেখকদের সাথে এসে হাত মিলিয়েছেন। তাতে ভালই হয়েছে।

আমরা আমাদের "পশু-পাখীর গল্প—১" নামক গ্রন্থটিতে দশটি গল্প স্থান দিয়েছি। গল্পগুলো সমৃদ্ধ ফার্সী সাহিত্য থেকে নেয়া হয়েছে। এগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় ঠেকেছে বলেই আমাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য বাছাই ও ভাষান্তর করেছি। দু'একটা গল্প পড়লেই মুরুব্বীরা আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। 'পারস্য প্রতিভা' বলে জগৎখ্যাত ব্যক্তিত্ববর্গ ও মুরুব্বীগণ শিশু-কিশোরদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যেই এসব গল্প রচনা করেছিলেন। মুক্ত অনুবাদ করলেও আমরা চেষ্টা করেছি গল্পগুলোতে যেনো মূল রচয়িতাদের আদর্শ চিন্তা হুবহু প্রতিফলিত হয় এবং তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। আদম সন্তানেরা আদর্শ, নীতিবান, উন্নত, কর্মঠ, সুশীল, সাহসী ও দৃঢ়চেতা হবে এটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

আমাদের কয়েকটি গল্প গ্রন্থের অভিজ্ঞতায় আমরা বলতে পারি যে, ফার্সী

www.pathagar.com

সাহিত্য থেকে নেয়া গল্প-কাহিনীর বিরাট একটি চাহিদা ও বাজার রয়েছে এ দেশে। আমরা আশা করি ইন্‌শাআল্লাহ আমাদের বর্তমান সিরিজ "পশু-পাখীর গল্প– (১ এবং ২)" অন্যান্য গ্রন্থের মতই আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারবে। ছোটরা এবং বড়রা বই পড়ে তাঁদের মতামত জানালে আমরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করবো।

আমরা যেসব উৎস থেকে এ বইয়ের গল্প দশটি বাছাই করেছি তার বিবরণ এখানে তুলে ধরছি ঃ

১। কাক ও কবুতর ঃ তোফ্‌হাতুল ইয়ামিন; আহমদ বিন মুহাম্মদ শিরবানী, মৃত ঃ ১২৫০ হিঃ।

২। গাধাও একেবারে গাধা নয় ঃ ত্বাক্বাদিস্ (লিসানুল গায়ব), মোল্লা আহমদ নুরাকী কাশানী, মৃত ঃ ১২৪৪ হিঃ।

৩। লোভী পিঁপড়ে ঃ হযরত শেখ ফরিদ উদ্দিন আক্তারের লেখা মান্তিক আত্‌তায়ির।

৪। সিংহ ও কুকুর ঃ রিয়াজ আল হেকায়াত।

৫। চড়ুই ও হাতি ঃ তোহফাতুল ইয়ামিন, প্রাগুক্ত।

৬। দুই কবুতর ঃ ত্বাক্বদিস, প্রগুক্ত। সামাঈ গজনবীর 'হাদিকাত' নামক কাব্য গ্রন্থেও এসেছে।

৭। সিংহ, নেকড়ে ও শিয়াল ঃ মাওলানা রুমীর মসনবী শরীফ ও তোহফাতুল ইয়ামিন।

৮। চিতা বাঘ ও মানুষ ঃ নুরাকীর ত্বাক্বাদিস কাব্য গ্রন্থ।

৯। সিংহ ও মানুষ ঃ ইস্কান্দারনামা।

১০। গাধা ও গরু ঃ তোহফাতুল ইয়ামিন, প্রাগুক্ত।

ওয়াসসালামু আলাইকুম।

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ছোটদের কাছে গল্পের বই অত্যন্ত প্রিয়। বড়রাও পছন্দ করেন। তবে তাঁরা আরো অনেক কিছুই পছন্দ করেন বলে ছোটদের মত এতো বই পাগল নয়। ছোটদের জন্য বড়রাই বই কেনেন। তবে ছোটদের চাপে পড়েই বড়রা বই কিনতে বাধ্য হন। ছোটদের মন অত্যন্ত কোমল ও সরল। ভাল ভাল বই তাঁদের এই মন-মানসিকতাকে আরো সুন্দর করে তোলে। আসলে বড়রাও যদি ছোটদের মতই ভাল বইয়ের পাগল হতো তাহলে আমাদের সমাজটা রোগমুক্ত, ভাল, সুন্দর, সুশীল ও উন্নত হতো। দেখা গেছে অতীতে ও বর্তমানে যে সব জাতি বই প্রেমিক আর বেশী বেশী লিখে ও পড়ে তাঁরাই উন্নতি লাভ করেছে ও করছে। ভবিষ্যতের জন্যেও একথা খাটে। ভাল বই শুধু বাইরের উন্নতি-অগ্রগতিই সাধন করে না, মানুষের মনকেও সুন্দর, পবিত্র, সবল ও বেগবান করে। ভাল বই মানুষকে অমর ও চিরঞ্জীব করে রাখে। জগতের ইতিহাসে যেসব মনীষী আদর্শ হিসেবে টিকে আছেন তাঁরাতো আদর্শ বই লিখেই অমর হয়ে আছেন। তাঁদের কেউ কেউ শত শত ও হাজার হাজার বছর আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও বইয়ের মাধ্যমে বেঁচে আছেন, আর মানবজাতিকে পথ দেখাচ্ছেন।

মুসলমানদের অতীত গৌরব, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শৌর্য-বীর্যের পেছনেতো বই ও লেখকদের অবদানই সবচে বেশী। জগতের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ আল্লাহতায়ালার কালাম পবিত্র কুরআন মজিদে বই, লেখনী, কালি, কলম, দোয়াত ও লেখকদের অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। পড়ার নির্দেশ দিয়েই কুরআন শরীফের প্রথম কথা নাযিল হয়েছে।

তাই ছোট বড় সবার জন্যই পড়াশুনা ফরজ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি এ পবিত্র দায়িত্ব মাথায় নিয়েই বই প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছে। বিশেষতঃ ছোটরাই যেহেতু দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে এবং সংসার, সমাজ ও দেশের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেবে সেহেতু আমরা তাঁদের জন্যও বেশী করে বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই বর্তমান গ্রন্থ। লেখক দীর্ঘদিন ইরানে কাটিয়েছেন এবং পারস্য প্রতিভা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন। ফার্সী সাহিত্যের নাম-যশ জগৎ জোড়া। সেখানে ছোটদের জন্য অজস্র লেখালেখি হয়। এ গ্রন্থটিও ঐসব উৎস থেকেই নেয়া। ছোটদের জন্য লেখকের কাছে প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা ক্রমশঃ তিনি প্রকাশ করার ইচ্ছা রাখেন। আমরাও তাঁর সাথে ছোটদের প্রতি প্রীতি ও দায়িত্ববোধের নিদর্শন হিসেবে এ বইটি প্রকাশ করলাম। বইটি সবার কাছেই ভাল লাগবে ও উপকারে আসবে এই আশা রাখি।

এস,এম রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

কাক ও কবুতর ঃ ৭

গাধাও একেবারে গাধা নয় ঃ ১৪

লোভী পিঁপড়ে ঃ ১৯

সিংহ ও কুকুর ঃ ২২

চড়ুই ও হাতি ঃ ২৪

দুই কবুতর ঃ ৩১

সিংহ, নেকড়ে ও শিয়াল ঃ ৩৭

চিতা বাঘ ও মানুষ ঃ ৪০

সিংহ ও মানুষ ঃ ৪৭

গাধা ও গরু ঃ ৫৯

www.pathagar.com

কাক ও কবুতর

একদিন এক কবুতর তার বাচ্চাকে উড়ান শেখাতে শেখাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় একটি উঁচু গাছের ডালে বসলো। সামান্য বিশ্রাম নেয়ার পরই দেখতে পেলো পাশের ডালে একটি খালি বাসা। বাচ্চাটি উড়ে গিয়ে বসলো ঐ বাসায় এবং বললো, বাহবা! কী সুন্দর বাসা। সবুজ গাছে সুখের ঘর।

বাসাটি ছিলো একটি কাকের। কাক এ বাসা ছেড়ে চলে যায় অন্যখানে। ঘটনাচক্রে সেদিনই কাক এ পথে উড়ার সময় তার আগের বাসাটির কথা মনে পড়লো। তাই নেমে এলো নিচে। এসেই যেই দেখলো কবুতরের বাচ্চা বসে আছে সেখানে অমনি বেজায় রেগে গেলো। কা কা করে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো এবং বললো, এই বজ্জাত বাচ্চা! কেনো আমার বাসায় বসেছিস? কে তোকে অনুমতি দিয়েছে?

কবুতর বললো ঃ না কারো অনুমতি নিইনি। তবে এখানে আমাদের কোন কাজও নেই। আমি আমার বাচ্চাটিকে উড়ান শেখাচ্ছিলাম তো। সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই এখানে কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিচ্ছি মাত্র। বাচ্চাটি ক্লান্ত না হলে এ গাছের উপরই বসতাম না। আমরা গাছে বসার পাখী নই। এখুনি চলে যাচ্ছি। তুমি ভাই অযথা রাগারাগি করো না।

কাক আবারো চিৎকার করে বললো ঃ অন্যায়ভাবে বসেছো। আবার অন্যায়ভাবে যেতে চাচ্ছো। তোমাকে যেতে দিলে তো যাবে। আমি এখন সকল পাখীকে ডেকে জমা করবো। কবুতর জাতের ইজ্জত নষ্ট করবো। কোন্ মুখে অন্যের বাড়ীতে বসে আরাম করিস? এখানে কি সরাইখানা পেয়েছিস? এটা কি উড়ান শেখানোর ট্রেনিং সেন্টার? ভারী অন্যায় করেছিস এ গাছে বসে। হে পাখীরা, হে ভাইয়েরা! তোমরা এসো, দেখো কী অন্যায় অবিচার চলছে এখানে। কেতনা ফ্যাসাদ। বাধিয়ে বসেছে এখানে। কা-কা-কা....।

কাক কবুতরের বাচ্চাকে ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে মাটিতে ফেলে দিলো।

www.pathagar.com

কা-কা রবে এলাকা মাতিয়ে তুললো। কবুতর এতে ক্ষেপে গিয়ে বললো ঃ এতোই যখন হৈ চৈ ও ঝামেলা পছন্দ করো তাহলে তোমাকেই মজা দেখাবো। আসলেই এ বাসা আমার এখান থেকে এক পাও নড়বো না। যা পারো করো গে।

কাক এ কথা শুনে তার কর্কশ স্বর উচ্চাঙ্গে তুললো। কাকের সোরগোলে চারদিক থেকে পাখীরা এসে সেখানে জমা হলো। তারা জানতে চাইলো, ব্যাপার কী?

কাক বললো ঃ এই কবুতরকে দেখো আমার বাসা দখল করে বসেছে। তোমরা সাক্ষী থেকো এ ঘটনার। আমি ওকে এখন মারবো। ওকে আস্ত রাখবো না, একেবারে মেরে ফেলবো!

www.pathagar.com

কবুতর বললো ঃ কাক মিথ্যা বলছে। এ বাসা আমারই। এই কাক এসে অন্যায়ভাবে আমার শিশু বাচ্চাকে বাসা থেকে বের করে নিচে ফেলে দিয়েছে। সে হাঁকডাক জুড়ে দিয়ে এবং ত্রাস সৃষ্টি করে আমার বাসা জবরদখল করতে চায়। তোমরা দেখতে পাচ্ছো যে কে জালেম আর কে মজলুম। আমার আহত বাচ্চাই এর প্রমাণ। তোমাদের কাছে এর বিচার চাই।

পাখীরা কাককে জিজ্ঞেস করলো ঃ এই বাসাটি যে তোমার এ বিষয়ে তোমার হাতে কোন দলিল প্রমাণ আছে কি?

কাকা ঃ কি সব আজেবাজে কথা বলছো! এ আবার কী ধরনের ঠাট্টা-মস্করা? দলিল-প্রমাণ-সাক্ষী সাবুদ আবার কী! এ বাসা আমি নিজে বানিয়েছি। আমি এই কবুতরকে এখান থেকে তাড়াবোই। আমি ফালতু কথা শুনতে চাইনে।

পাখীরা এবার কবুতরকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ বাসাটি যে তোমার তার কি প্রমাণ আছে?

কবুতর ঃ অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। আমার সাক্ষী আমার বাচ্চা। দেখতেই পাচ্ছো যে এ বাসা এখন আমার অধিকারে। কাক ঘাড় ধাক্কা দিয়ে আমার বাচ্চাকে বাসা থেকে ফেলে দিয়েছে এবং একই কায়দায় আমাকেও বাসা থেকে বের করতে চাচ্ছে। এটা কী ধরনের বিচার, কী ধরনের ইনছাফ? আমাকে দুর্বল পেয়ে এ কী অত্যাচার জুড়ে দিয়েছে এই কাক?

পাখীরা বললো ঃ ঠিক কথাইতো! কাকের অধিকার নেই এভাবে চিল্লাচেল্লি করার। কবুতরের বাচ্চাকে এভাবে নিচে ফেলে দেয়াটা ভারী অন্যায় কাজ। বনবাদাড়ে এভাবে গোলোযোগ বাধানোর অনুমতি আমরা কাউকে দেবো না। আমরা কবুতরের কাছ থেকে কখনো মিথ্যা কথা শুনিনি। চেঁচামেচি করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সবকিছুরই একটা হিসাব নিকাশ আছে। কাকের যদি কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে সে গিয়ে কোন কাজীর কাছে বিচার চাইতে পারে।

www.pathagar.com

কাক ঃ তোমরাও দেখছি ন্যায় কথা বলছো না। তাহলে আমার করণীয় কী হবে?

পাখীরা ঃ কিছুই না। একজন ন্যায় বিচারক কাজীর কাছে যাও। যেমন হুদহুদের কাছে যাও। হুদহুদ সুলায়মান পয়গম্বরের বন্ধু। সে জানে ন্যায় বিচার কী। সে যে হুকুম দেবে তাই মানতে হবে।

কাক ঃ আমি হুদহুদকে চিনি না।

পাখীরা ঃ এটা তোমার দোষ। তুমি এতো হিংস্র ও মূর্খ যে, সবাই হুদহুদকে চেনে কিন্তু তুমি চেনো না? হুদহুদ ন্যায় বিচারক পাখী। চুলচেরা বিচার করবে। তার বিচারে কোন হেরফের নেই। আমরা যাচ্ছি, তাকে গিয়ে নিয়ে আসছি। এরপর পাখীদের একদল উড়ে গিয়ে হুদহুদকে জানালে সে তাদের কথা মতো এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে বলো শুনি?'

কাক ঃ আমি বছর খানেক হলো এ বাসাটা বানিয়েছি। অথচ এখন কবুতর এসে বিনা অনুমতিতে এখানে জেঁকে বসেছে।

কবুতর ঃ আমি বেশকিছু সময় ধরে এখানে রয়েছি এবং কখনো এখানে কোন কাক দেখিনি।

কাক ঃ সব পাখীরা সাক্ষী আছে যে, আমি কতো চেঁচামেচি করেছি এবং কতো বিরক্ত হয়েছি।

কবুতর ঃ সবাই সাক্ষী আছে যে, আমি কতো মজলুম। কাক আমার বাচ্চাকে বাসা থেকে জোর করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে এবং আমাকেও মারতে চেয়েছে।

কাক ঃ দুনিয়াও যদি উল্টে যায় তবু আমি এ বাসা ছাড়বো না।

কবুতর ঃ কেবল কাজী হুকুম দিলেই আমি বাসা ছাড়বো। আশা করি আমার ব্যাপারে কোন বেইনছাফী করা হবে না।

হুদহুদ কাককে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার কোন সাক্ষী সাবুদ ও দলিলপত্র আছে?

কাক ঃ না।

হুদহুদ এবার কবুতরকে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার কাছে কী প্রমাণ আছে

www.pathagar.com

যে তুমি বাসা নিজেই বানিয়েছো কিংবা কারো কাছ থেকে কিনেছো?

কবুতর বললো ঃ নেই।

হুদহুদ কাককে ঃ তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?

কাক ঃ আমার আরেক বাসায়।

হুদহুদ কবুতরকে ঃ তুমি কোথায় ছিলে?

কবুতর ঃ এখানেই আছি। আমি এখানেই ছিলাম। তখনই কাক এলো এবং গোলমাল শুরু করে দিলো।

হুদহুদ বললো ঃ ঠিক আছে। এখন যদি আমি বিচার করি তাহলে সবাই কী মেনে নেবে?

সমবেত সব পাখী বললো ঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বিচারে যা রায় হবে তা আমরা সবাই মিলে কার্যকর করবো। কেননা পাখীদের জন্যে শান্তি দরকার। আর শান্তি তখনি পাওয়া যাবে যখন আইন-কানুন বাস্তবায়িত হবে।

হুদহুদ কিছুক্ষণ ভেবে বললো ঃ আমার মতে বাসাটি কবুতরের হাতেই ছেড়ে দেয়া হোক।

হুকুম শুনামাত্রই কাক ক্ষেপে আগুন। সে হৈ চৈ হাঁক ডাক শুরু করতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে মুহূর্তে সকল পাখী মিলে কাককে বাধা দিয়ে বললো ঃ জ্বী হ্যা, বাসা কবুতর পাবে। কাকের কোন অধিকার নেই।

কাক যখন বুঝলো সবার সাথে একা সে পারবে না, বরং বিপদে পড়বে তখন নীরব হয়ে গেলো। পাখীরা প্রত্যেকেই কাকের হিংস্রতা ও কবুতরের গুণগরিমার বিবরণ দানে মুখরিত হলো। এ সময় কবুতর হুদহুদের কাছে এসে বসলো এবং আস্তে করে বললো ঃ জনাব কাজী! আমি আপনার মহানুভবতার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, তাহলো এই যে আপনি কী করে আমার অধিকার স্বীকার করে নিলেন অথচ কাকের মতো আমার কাছেও কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না? অন্যরা তো কেউ প্রকৃত সত্য কী তা জানে না।

হুদহুদ ঃ ঠিক কথা। তুমি ও কাক বৈ কেউই আসল সত্য জানে না।

www.pathagar.com

আমিও জানি না। কিন্তু যখন কোন সাক্ষ্য প্রমাণই থাকে না তখন যার চরিত্র ভাল, যার সুনাম সুখ্যাতি বেশি, দুর্নাম নেই, কখনো কেউ তার কাছ থেকে মিথ্যা শুনেনি এবং কাউকে অত্যাচার করেনি তার পক্ষেই রায় দেয়া হয়। সত্যবাদী হিসেবে তোমার খ্যাতি আছে আর মিথ্যাবাদী হিসেবে কাকের অনেক বদনাম।

কবুতর বললো ঃ আমি অনেক আনন্দিত যে আপনি সুন্দর কথা বলেছেন এবং সুনামের এতো ফায়দা রয়েছে। তবে হে কাজী আপনাকে এখন সত্য কথা বলছি। এ বাসা আমার নয়। তা কাকেরই। আমি চাইনে যে সত্যবাদী হিসেবেও পরিচিত হবো আবার এর উল্টো কাজ করবো।

হুদহুদ ঃ তোমায় অনেক ধন্যবাদ। আমিও অনেক খুশী হয়েছি যে, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিচারের সময় কেনো মিথ্যা বললে?

কবুতর ঃ প্রথমত আপনার সামনে একটি মিথ্যা কথা বলিনি। আমার বক্তব্যগুলো আদালতের মুন্সেফ লিখে রেখেছে। আমি বলিনি যে আমি বাসা তৈরি করেছি কিংবা কিনেছি। বলেছি এখানে ছিলাম। আর এ কথায় কোন মিথ্যা নেই। কিন্তু আপনার আসার আগে কাক এসে হট্টগোল বাধিয়ে দেয় এবং তার আচরণে আমি তার মতই ব্যবহার করতে বাধ্য হই। আমি আমার বাচ্চাটিকে উড়ান শেখাচ্ছিলাম। সে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই খালি বাসাটিতে একটু বসলো। কাক কোথা থেকে উড়ে এসেই শুরু করলো রাগারাগি। তার কাছে ক্ষমা চাইলাম এবং বললাম চলে যাচ্ছি। কিন্তু সে যেতে দিল না এবং গোলযোগ বাধালো আর ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত করতে চাইলো। আমিও তাকে একটা শিক্ষা দিতে চাইলাম। এখন যেহেতু আমার সত্যবাদিতা ও সুখ্যাতির কথা উঠেছে সেহেতু আমি আমার এ সুখ্যাতিকে এ ধরনের শত বাসার সাথেও বিনিময় করতে চাইনে।'

হুদহুদ ঃ মাশাআল্লাহ! এখন যেহেতু প্রকৃত কথা বলেছো সেহেতু আমিও তোমার কোন বদনাম সবার সামনে করবো না।

এরপর হুদহুদ সমস্ত পাখীকে ডেকে বললো ঃ তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো। যদি কাক কবুতরের কাছে তার অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চায়

www.pathagar.com

তাহলে কবুতর কাককে এ বাসাটি দিয়ে দিতে রাজী আছে।

কাক তখন নিরুপায় হয়ে বললো ঃ জনাব কাজী! আমার আসলে কোন দোষ নেই। আমার নিয়ত খারাপ ছিল না। আমাদের কাকদের স্বভাবই কর্কশ কণ্ঠে কা কা করা। সবাই আমাদের আওয়াজে বিরক্ত হয়। আমাদের থেকে দূরে থাকতে চায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা কারো ক্ষতি চাইনে। এখন আমি কবুতরের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। এছাড়া কবুতরের বাচ্চাকে মাটিতে ফেলে দেয়ার কারণে খুবই লজ্জিত।

হুদহুদ ঃ বেশ ভাল কথা। তাহলে কবুতর কাককে বাসা হস্তান্তর করে দিচ্ছে।

উপস্থিত পাখীরা সব কলরব করে বললো ঃ ধন্য কবুতর! জয় কবুতর। সত্যি সে অনেক দয়ালু ও মহৎ।

www.pathagar.com

গাধাও একেবারে গাধা নয়!

একবার এক চাষী তার গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে নিজেও চেপে বসলো এবং রওনা হলো শহরের দিকে। গাধাটি ছিল বুড়ো ও দুর্বল। গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার রাস্তাটি ভাল ছিল না। এবড়ো থেবড়ো পাথুরে এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাধার পা একটি গর্তে ঢুকে পড়ায় সে টাল সামলাতে না পেরে বোঝা ও সওয়ারী সমেত পড়ে গেলো জমিনে। চাষী বহু কষ্ট করে গাধাটিকে দাঁড় করাতেই দেখতে পেলো গাধার একটি পা মচকে গেছে। সে চলতে পারছে না। চাষী বিরক্ত হয়ে বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে গাধাকে সেখানে ফেলে রেখেই চলে গেলো।

হতভাগা গাধা খোঁড়া পায়ে কোথায় যাবে কোথায় না তার দিশা খুঁজে পেল না। সে মনে মনে ভাবলো, 'এই বে-ইনসাফ মানুষগুলোর জন্যে সারাটা জীবন শুধু বোঝাই টানলাম। আজ যখন বুড়ো, দুর্বল ও খুড়া হয়ে পড়লাম তখন কিনা আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ে গেলো এই পাহাড়ী মরুভূমির হিংস্র নেকড়ের নাগালে! একটুও ভাবলো না আমার কি উপায় হবে।'

হায় আফসোস করতে করতে গাধা এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ গাধা দেখতে পেলো যে, সত্যি সত্যি যম তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে দাঁত বের করে এগুচ্ছে। গাধাকে মালিকবিহীন অবস্থায় একাকী এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায় পেয়ে নেকড়ের পোয়াবারো। সে আনন্দে হেঁকে উঠলো। আজ কি সৌভাগ্যই না তার। আস্ত এত বড় একটা গাধাকে মেরে বেশ ক'দিন নিশ্চিন্তে বসে বসে খেতে পারবে।

গাধা ভাবলো ঃ যদি গায়ে সামর্থ্য থাকতো এবং পা-ও মচকে না যেতো তাহলে আপ্রাণ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতাম কিংবা নেকড়ের সাথে জোর খাটিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু তাই বলে নিরূপায় হলে চলবে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নেকড়ের কাছে নিজেকে এমনিতেই সঁপে দেয়া উচিত হবে না। পা ভেঙ্গেছে তো কী হয়েছে। যতক্ষণ মগজ আছে, হোক না

www.pathagar.com

তা গাধারই মগজ। তাকে কাজে লাগিয়ে বিপদমুক্ত হওয়ার উপায় বের করতে হবে। ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করলে নিশ্চয় আল্লাহ একটা পথ করে দেবেন।'

এরপর সে মনে মনে একটি পরিকল্পনা আঁটলো। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একটি সুবিধাজনক ঢালু জায়গায় পিছ করে দাঁড়ালো। এ পায়ে সে আর কোথাও যাওয়ার ক্ষমতাও রাখে না। এরপর যেই নেকড়ে তার কাছাকাছি এলো তখনি জোর গলায় বললো ঃ হে হিংস্র জগতের সেনাপতি, আপনাকে জানাই অজস্র সালাম।'

নেকড়ে গাধার এহেন আচরণ দেখে তাজ্জব বনে গেলো। সে বললো ঃ অলাইকুম সালাম! এখানে একাকী কি করছিস? দূর থেকে দেখলাম মাটিতে পড়ে গেলি এবং তোর মালিক তোকে টেনে তুললো। এরপর সে তোকে এখানে রেখেই চলে গেলো। কী খবর চলতে চলতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি?'

গাধা ঃ জ্বী না জনাব! ঘুমিয়ে পড়িনি। হোঁচট খেয়ে গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি অসুস্থ বৃদ্ধ। এখনও নড়তে পারছিনে। নড়তে গেলেই মনে হয় পড়ে যাবো। একটা পা-ও নাড়াতে পারছি না। গায়ে মোটেও জোর নেই। একেবারে নেতিয়ে পড়েছি। না পালানোর ক্ষমতা আছে, না ঝগড়া বিবাদের কোন মেজাজ আছে। এখন নিজেকে আপনার হাতে সম্পূর্ণ সঁপে দেয়ারই নিয়ত করেছি। দুনিয়া আর ভালো লাগে না। মরতে পারলেই বাঁচি। তবে মরার আগে আপনার কাছে আমার একটা শেষ আর্জি আছে।'

নেকড়ে বললো ঃ আর্জি? সে আবার কী?

গাধা ঃ হে সম্মানিত নেকড়ে। এটা ঠিক যে আমি একটি গাধা মাত্র। কিন্তু গাধাও যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তার প্রাণ তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় যেমন করে মানুষের কাছে মানুষের প্রাণ অত্যন্ত প্রিয় ও মিষ্ট। অবশ্য আমার মরণ খুবই ঘনিয়ে এসেছে এবং আমার গোশতও আপনার ভাগ্যে রয়েছে। এ অঞ্চলে আর কেউ এ গোশতে ভাগ বসাতে আসবে না। একা একা বেশ মজা করে ক'টা দিন খেতে পারবেন। আমিও এতে অসন্তুষ্ট নই। আশা করি

www.pathagar.com

আমাকে খেয়ে সুখী হবেন। দীর্ঘজীবী হবেন। তবে আমার আরজ হচ্ছে এই যে, একটু দয়া করুন, অনুগ্রহ করে আর ক'টা মুহূর্ত ছবর করুন। আমার হুশ থাকা পর্যন্ত হামলা করবেন না। আমার জানটা যখন বের হয়ে যাবে তখন খাওয়া শুরু করুন। তাড়াহুড়া করে আমাকে হত্যা করলে প্রাণ হত্যার দায় বর্তাবে আপনার ঘাড়ে। কেনো কয়েক মুহূর্তের জন্য অধৈর্য হয়ে নিজে গুনাহের ভাগী হবেন? আমিতো এমনিতেই মরে যাচ্ছি। আমার হাত-পা এখন কাঁপছে। মাথা চক্কর খাচ্ছে। মৃত্যু যম এখন আমার চোখের সামনে। বহু জোর করে নিজেকে খাড়া রাখছি। আর ক'টা মুহূর্ত পরেই আমি এ নশ্বর

www.pathagar.com

পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো। আপনি যদি এ ক'টা মুহূর্ত ছবর করেন তাহলে আমিও আপনাকে এমন কিছু উপহার দেবো যা কখনো দেখেননি এবং যা দিয়ে আপনি অনায়াসে আরো এক শ' গাধা কিনে নিতে পারবেন।

নেকড়ে ঃ ঠিক আছে, তোর আর্জি মেনে নিলাম। কিন্তু ওই যে বলছিস উপহার, সেটা কোথায়? গাধাতো কিনতে হয় টাকা দিয়ে, গপ্প ছেড়ে নয়!

গাধা ঃ ঠিক কথাই বলেছেন। আমি আপনাকে টাকা নয়, একেবারে খাঁটি সোনা উপহার দেবো। শুনুন তাহলে, আমার মালিক এক মস্ত বড় জমিদার। তার সোনা রূপার কোন শেষ নেই। আমাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। জওয়ান বয়েসে আমি ঘোড়ার মতো কাজ করতাম। এ কারণে আমার আরাম আয়েশের জন্যে তিনি সর্বক্ষণ ব্যবস্থা করতেন। আমাকে মোজাইক করা বিদেশী টালির ঘরে রাখতেন। আমার গায়ে রেশমের কাপড় জড়িয়ে দিতেন। আমার বিছানা ছিল মখমলের তৈরি ও সোনার কাজ করা। আমাকে খড়কুটা ও যবভূষি দেয়ার বদলে সব সময় রসগোল্লা, সন্দেশ ও বাতাসা খাওয়াতেন। এ জন্যেইতো আমার গোশত এতো স্বাদের। খেলেই বুঝবেন কতো মজা! জমিদার যেহেতু আমাকে তার ছেলেমেয়ের মতো ভালবাসতো সেহেতু আমার হাত-পায়ের খুর বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে বাঁধাতেন। আজ মনিবের শরীরটা ভাল ছিল না বলে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। এ সুযোগে এক চোর এসে বাড়ির কিছু জিনিসপত্রসহ আমাকে নিয়ে পালালো। ওই যে লোকটা দেখলেন সে আসলে চোর, মালিক নয়। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আমাকে নিয়ে আসায় আমি ঠিক মতো পথ চলতে পারছিলাম না। তাছাড়া বয়েস হওয়ায় বহুদিন যাবৎ আমার মালিক আমাকে দিয়ে তেমন কিছু কাজ করাতেন না। তাই অলস হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু চোর বেটা জোর করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে হঠাৎ আমার পা গর্তে ঢুকে পড়ায় আমি টাল সামলাতে পারিনি ও পড়ে যাই। যাহোক, আমি বহু আরাম আয়েশে ও নেয়ামতের মাঝে বড় হয়েছি। এখনো আমার হাত পায়ে মনিবের বাঁধানো সোনার খুর রয়েছে। আপনি মহান নেকড়ে বলে আপনাকে সত্য কথা বললাম। আপনাকে দেখেই অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মা-বাবার সুসন্তান বলে মনে হচ্ছে। আপনি দয়া করে আমার খুরের সোনাগুলো খুলে নিয়ে যাবেন। এগুলো দিয়ে নিঃসন্দেহ আরো অনেক গাধা কিনে জীবন ভর খেয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারবেন। জীবনে আর কোন কায়ক্লেশ ও কষ্ট করতে হবে না। আসুন, আমার পেছনের পা দুটোর খুরগুলোই চেয়ে দেখুন কতো খাঁটি সোনার তৈরি।

ধন সম্পদের লোভ লালসার মোহজালে যেমন করে অনেকেই ধরা পড়ে তেমনি নেকড়েও মোহগ্রস্ত হলো। তাই এগিয়ে গেলো গাধার পেছনে কিছুটা ঢালু অংশের দিকে। কিন্তু যেই সে গাধার পায়ের নাগালে নিজেকে পেঁচিয়ে মাথা নিচু করে খুর দেখতে গেলো অমনি গাধা তার সামনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পেছনের দু'পা তুলে সারা গায়ের জোরে প্রচণ্ডবেগে কষিয়ে লাথি মারলো। লাথির চোটে নেকড়ে মুহূর্তে উল্টে গিয়ে পাখীর মতো আকাশে উঠলো তারপর বহুদূরে ছিটকে পড়লো ঢালুতে। এক পায়ের লাথি নেকড়ের মুখে লেগে তার বড় বড় দাঁত মুখের ভেতরেই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো এবং আরেক পায়ের লাথি লাগলো গিয়ে পাঁজরের হাড়ে। কয়েকটা পাঁজর মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে গেলো। রুদ্ধশ্বাসে কতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ির পর হুশ আসতেই নেকড়ে বলে উঠলো ঃ বেটা, তুই একটা আস্ত গাধা! গাধা মনের আনন্দে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো ঃ আস্ত গাধাতো বটেই! যে কোন পাগলই তার নিজ কাজে বেশ সাবধান ও সতর্ক। গাধার গোশত খাওয়ার মজা তোকে দেখাচ্ছি, দাঁড়া!

নেকড়ে তখন মুখ ও পাঁজরের তীব্র ব্যথায় ফরিয়াদ করছিল। সে যেই দেখলো যে, গাধা তার দিকে এগুচ্ছে অমনি জানের ভয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দে ছুট! বহু দূর ছুটে যাওয়ার পর নেকড়ের সামনে পড়লো এক শিয়াল। বললো ঃ সম্মানিত বড় দা! আপনার এ কী হাল অবস্থা? আপনার হাত পা নাক মুখ কেনো এমন রক্তাক্ত? কোন শিকারীর তীর বর্শা লাগলো নাকি? নেকড়ে কাতরাতে কাতরাতে বললো ঃ শিকারীর তীর বর্শা নয় রে, আমি নিজেই এ বালা মুছিবত নিজের কপালে ডেকে এনেছি।

শিয়াল ঃ নিজে? সে কী? কী করতে গেলেন?

নেকড়ে ঃ আহ্! ব্যথায় মরে গেলাম। আর বলিসনে। পেশা বদলাতে গিয়েছিলাম। কসাই ছিলাম, গোশত ছিড়ে খেতাম। কামার ও স্বর্ণকারের কাজ জানতাম না। কিন্তু আজ কী যে হলো কামার আর স্বর্ণকারের কাজই করতে গিয়েছিলাম! আহ! উহ! হাড় মাংস গুঁড়ো হয়ে গেছেরে!

www.pathagar.com

লোভী পিঁপড়ে

এক পিঁপড়ে গমের দলা মুখে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে বড় উঁচু পাথরের কাছে আসতেই তার নাকে লাগলো মধুর ঘ্রাণ। চোখ তুলে তাকিয়ে বিরাট মৌচাক দেখে তার মুখে তরতর করে পানি এসে গেলো। সে মুখের গম ফেলে মধু খাওয়ার জন্য পাথর বেয়ে উপরে উঠার চেষ্টা শুরু করলো। কিন্তু যত চেষ্টাই করুক না কেনো উঠতে পারছিল না। কিছুদূর উঠতেই সে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। তার হাত-পা পিচ্ছিল পাথরের গায়ে ভর করতে পারছিল না।

মধুর লোভে সে পাগল হয়ে উঠলো। সে শেষ পর্যন্ত কান্নাই জুড়ে দিলো ঃ আমি মধু খাবো, আমি মধু খাবো। এই কে আছো তোমরা! কেউ দয়া করে আমায় মৌচাকে উঠিয়ে দাও, আমি পুরস্কার হিসেবে একটি গম দেবো।

এ সময় পাশেই উড়ে যাচ্ছিল একটি ভোমরা। পিঁপড়ের কান্নাকাটি শুনে সে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হয়েছে কী? এতো মধু মধু করছো কেনো? মৌচাকে ভারী বিপদ রয়েছে হে!

পিঁপড়ে ঃ আমি বিপদ আপদ বুঝি না। আমি মধু চাই। বিপদ আপদ আমিই ঠেকাবো। আমাকে সাহায্য করো।

ভোমরা ঃ মৌমাছির বিষ রয়েছে ওখানে। হুল ফুটিয়ে দেবে।

পিঁপড়ে ঃ মৌমাছিকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। আমি মধু চাই।

ভোমরা ঃ বাপু! মধু খুব আঠালো। ওতে তোমার হাত-পা লেগে যাবে। বাঁচতে পারবে না।

পিঁপড়ে ঃ হাত-পা আটকে গেলে কেউ আর মধু খেতো না।

ভোমরা ঃ সে তুমি বোঝ! তবে আমার কথা শোনো এসব লোভ লালসা থেকে হাত গুটিয়ে নাও। আমার পাখা আছে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে এবং অনেক অভিজ্ঞতা আছে। মৌচাকে যাওয়া তোমার জন্যে মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। হয়তোবা নিজেকে চরম দুর্গতিতে ফেলবে।

পিঁপড়ে ঃ যদি পারো আমাকে ওখানে উঠিয়ে তোমার মজুরি গ্রহণ করো।

www.pathagar.com

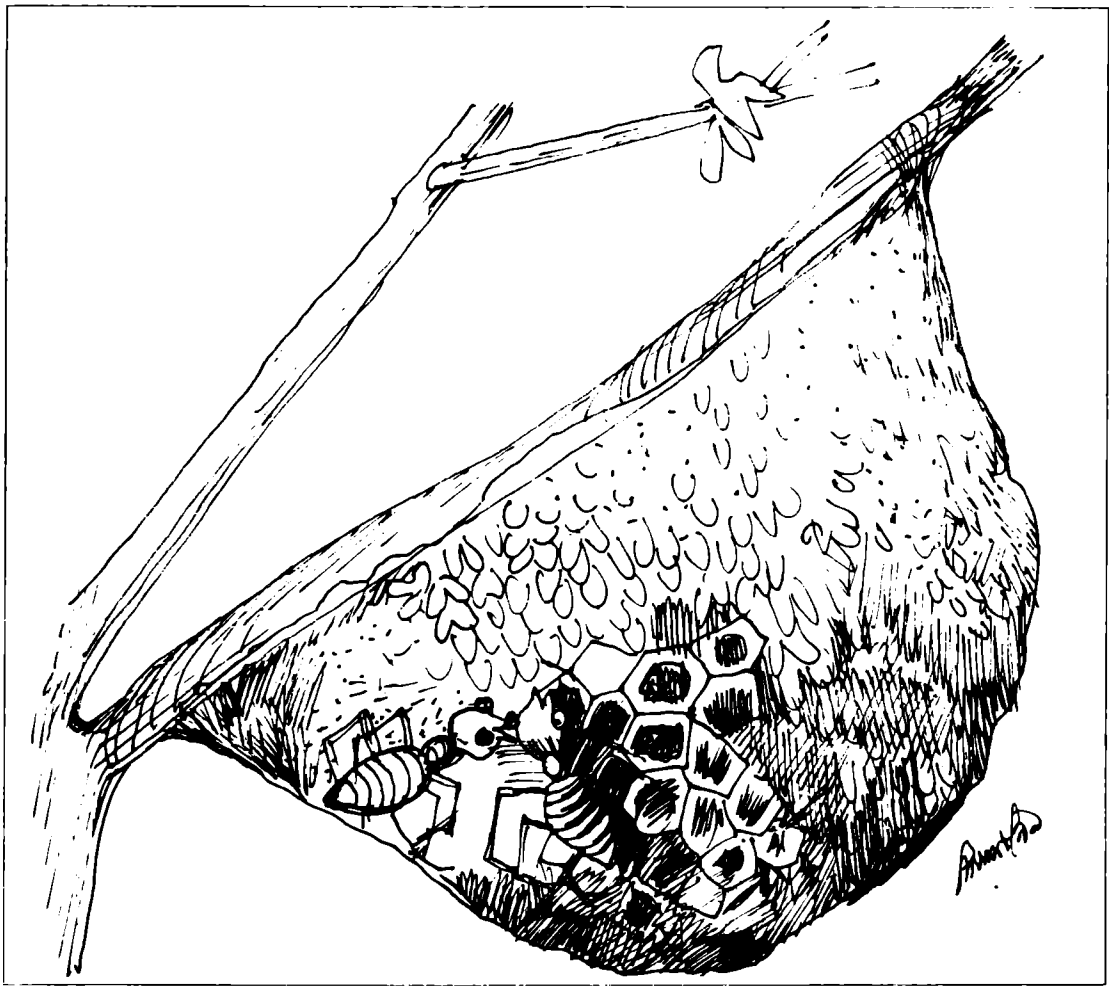

যদি না পারো এত ওয়াজ নছিহত করো না। দাদাগিরি দেখাতে হবে না। ওয়াজ নছিহত আমার মোটেও সয় না।

ভোমরা ঃ হয়তোবা কেউ তোমায় মৌচাকে পৌঁছে দেবে। আমি ভাল মনে করছি না। যে কাজের পরিণতি ভাল নয় সে কাজে আমি সাহায্য করি না।

পিঁপড়ে ঃ তাহলে আর কষ্ট করে পোদ্দারী করো না। আজ আমি যে কোনভাবে হোক মৌচাকে উঠবোই।

ভোমরা তার পথে চলে গেলো। পিঁপড়ে আবারো চিৎকার জুড়ে দিলো ঃ 'কে আছো, আমায় সাহায্য করো। আমি মধু খাবো। আমাকে মৌচাকে

www.pathagar.com

উঠিয়ে দাও। মজুরি হিসেবে আমি একটি গম দেবো।'

মাছি যাচ্ছিল ওপথ দিয়ে। বললো ঃ আহা! বেচারা পিঁপড়ে! তুমি মধু খেতে চাও? ঠিক আছে আমি তোমায় ওখানে পৌঁছে দেবো মধু খুব ভাল জিনিস।

পিঁপড়ে ঃ মারহাবা! আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুক। তোমাকেই বলা যায় জনদরদী গরীবের বন্ধু।

এরপর মাছি পিঁপড়েকে মাটি থেকে তুলে মৌচাকের কাছে নিয়ে রাখলো ও বিদায় হলো।

পিঁপড়ের আনন্দ দেখে কে! সে মনে মনে বলতে লাগলো ঃ বাহবা! কী মজা? কতো বড় কপাল আমার! কী বিরাট মৌচাক! কতো সুঘ্রাণ! কী মধুই না। ভারী মজা! এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। পিঁপড়েরা কতোই হতভাগা। কেবল গম, চাল, যব এসবই জমায় কিন্তু মৌচাকে আসে না!

পিঁপড়ে এদিক সেদিক থেকে কিছুটা মধু চুষে খেলো। এরপর ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে পৌঁছে গেলো মধুর হৌজে। মধু খেতে গিয়ে দেখলো মাথা নাড়তে পারে না। হাত-পা ছুড়ে মাথা উঠাতে গিয়ে দেখে হাত-পাও মধুর আঁঠায় লেগে আছে। আরো চেষ্টা করতেই সারা শরীর মধুতে ভিজে লেগে গেলো। একটুও নড়তে পারছে না সে।

পিঁপড়ে নাজাতের জন্যে যত চেষ্টাই করুক না কেনো ফল হলো না। তখন আর্তনাদ করে বললো ঃ কী বিপদেই না পড়েছি! এরচে দুর্ভাগ্য ও মুছিবত আর হতে পারে না। কে আছ আমাকে বাঁচাও। কোন বীর যদি আমাকে বাঁচাতে পারো তাকে দুটি গম পুরস্কার দেবো।

এদিকে ভোমরা তার কাজ সেরে ওপথ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তার মন পিঁপড়ের আর্তনাদে কেঁদে উঠলো। সে পিঁপড়েকে উদ্ধার করে বললো ঃ তোমাকে গালমন্দ করতে চাইনে। তবে অতি লোভের ফল মারাত্মক বিপদ। এবার তোমার ভাগ্য ভাল ছিল যে আমি এ পথ দিয়ে ফিরছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে যেয়ো। বিপদে পড়ার আগেই উপদেশে কান দিয়ো। মাছিদের কথা শুনো না। মাছিরা পিঁপড়েদের দরদী নয়। ওরা পচা চরিত্রের প্রাণী। ওরা কারো কল্যাণ করতে পারে না।

www.pathagar.com

সিংহ ও কুকুর

একদিন একটি কুকুর এলো সিংহের সামনে। বললো ঃ সালাম!

সিংহ বললো ঃ অলাইকুম সালাম! কী চাও?

কুকুর ঃ তোমার সাথে কুস্তি লড়তে চাই।

সিংহ ঃ সাহস তো তোর কম নয়! লাজ শরমও নেই! বিশ্বস্ত পশু হিসেবে কুকুরের সুনাম রয়েছে বলে আমরা কখনো তোদের কিছু বলিনি। এখন দেখছি এত দূর বেড়ে গেছিস যে, আমার সাথেও বীরত্ব দেখাতে ও বড়াই

www.pathagar.com

করতে আসছিস। আমি কে তা কী ভুলে গেছিস?

কুকুর ঃ কেনো ভুলে যাবো? আমরা উভয়ে তো খেয়ে থাকি। দু'জনেই পেশাব করার সময় এক পা উপরে তুলে নিই!

সিংহ ঃ তাতে কী? তোরা আমাদেরই দেখে অনুকরণ করিস। কিন্তু তাই বলে কী এক জাতি হওয়া যায়? তাহলে অন্যান্য বিষয়ে তোরা আমাদের মতো নস কেনো? তোরা এক টুকরা গোশতের জন্যে গোলামীর শিকল গলায় পরে নিস এবং পরের ইচ্ছায় দৌড়াস। যারা পরের নির্দেশে বেঁচে থাকে ওদের আমরা পছন্দ করি না। আমরা বন্দীও যদি হই এবং খাঁচাতেও যদি আটকা পড়ি তবু সিংহই। এতে কোথায় তোদের সাথে মিল খুঁজে পেলি?

কুকুর ঃ বেশ, তাই যদি হবে এসো তাহলে কার কোমরে ও পাঞ্জায় কতো জোর আছে দেখা যাক।

সিংহ ঃ আমি দুর্বলদের সাথে জোর পরীক্ষা করি না। আমরা শেয়ানে শেয়ানে লড়ি। তোকে ধরাশায়ী করলে আমার কোন গৌরব হবে না। তোর কাছে মার খেলেও এতে তোর বড় হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমার জন্যে কলঙ্কজনক হবে। যে দুর্বলের সাথে জোর পরীক্ষা করে সে আসলে ভেতরে ভেতরে নিজেই হয়তো দুর্বলতার শিকার। আমি আমার শক্তির উপর আস্থাশীল।

কুকুর ঃ বেশ ভাল কথা। আমিও এখন গিয়ে সকল জীবজন্তুকে জানিয়ে দেবো যে, সিংহ আমাকে ডরায়। তাই আমার সাথে কুস্তি লড়তে রাজী হয়নি।

সিংহ ঃ যা বাপু, যা ইচ্ছে তাই কর। সকল জীবজন্তুও যদি আমাকে উপহাস করে আমি তাও সহ্য করতে পারবো কিন্তু একটি দুর্বল কুকুরের সাথে জোর পরীক্ষা কেনো করতে গেলাম সে কারণে যদি সিংহ সমাজ আমাকে মন্দ বলে তা বরদাশত করতে পারবো না। আসলে আমি যদি তোর সঙ্গে কুস্তি লড়ি তখন আমি সিংহ কিনা এ নিয়ে সন্দেহ করার হক সিংহ সমাজের থাকবে। সিংহ যদি সিংহই হয় তাহলে সিংহের সাথেই পাঞ্জা লড়বে।

www.pathagar.com

চড়ুই ও হাতি

এক বনের ঝোপঝাড়ে বাস করতো এক ঝাঁক চড়ুই পাখী। ওরা ঝুপড়িতে ডিম পাড়তো এবং বাচ্চা ফোটাতো।

ওই বনেই বাস করতো একটি হাতি। একদিন হাতি পানি খেতে নদীর কিনারায় এলে ওই ঝোপঝাড় ঘেঁষে আসায় কয়েকটি চড়ুই বাচ্চা হাতির পায়ের নিচে পড়ে মারা গেলো।

চড়ুইরা খবর পেয়ে খুবই কষ্ট পেলো এবং একেকজন একেক কথা বলতে লাগলো।

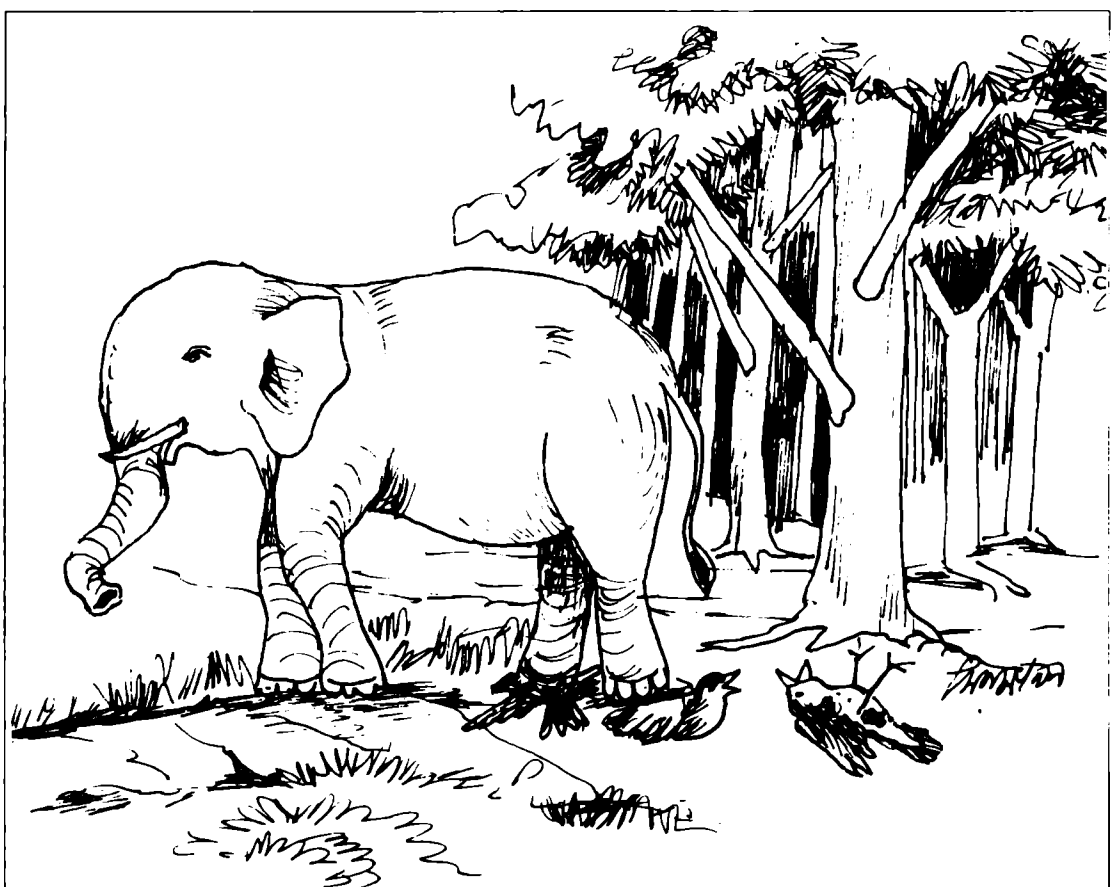

www.pathagar.com

একজন বললো ঃ ভাগ্যের লিখন এ রকম ছিল। কী আর করা যাবে!

একজন বললো ঃ দুনিয়াটাই দুঃখ দুর্দশায় পরিপূর্ণ। এখানে সুখ শান্তির আশা নেই। কিন্তু আরেকটি চড়ুই ছিল অনেক সাহসের অধিকারী। তার নাম কাকুলী। সে প্রতিবাদ করে বললো ঃ আমি এসব কথা মানিনে। আমার কথা হলো, এই বনবাদাড় আমাদের জন্মস্থান, এটাই আমাদের জীবনযাপনের উত্তম স্থান। এর চেয়ে ভাল আর কোন জায়গা নেই। তবে সব কিছুরই একটা হিসেব নিকেশ থাকা উচিত। হাতির মোটেও উচিত নয় চড়ুইর বাচ্চাদের এভাবে পায়ে পিষে যাওয়া।

তখন চড়ুইরা বললো ঃ তাতো উচিত নয় ঠিকই। কিন্তু পিষেতো মারছে। আমাদের কর্তব্য এ স্থান বদলে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যেখানে হাতি থাকে না।

কাকলী বললো ঃ না, তা হয় না। তাহলেতো যার যেখানে শত্রু আছে সেখানে থেকেই পালাতে হবে। এ কথা ঠিক নয়। আমাদের উচিত আমাদের অধিকার রক্ষা করা। এ স্থান আমাদের জন্মভূমি। আমরা জন্মভূমিকে শত্রুর অনিষ্টতা থেকে প্রতিরক্ষা করবো। কেনো আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবো? হাতির উচিত তার পথ বদল করা।

চড়ুইরা বললো ঃ হক কথা বলেছো। কিন্তু কে হাতিকে এ কথা বলতে পারবে?

কাকলী ঃ কেনো, আমরাই বলবো। আমাদের কী জীবনযাপনের অধিকার নেই? যাবো, গিয়ে হাতিকে সাবধান করে দেবো যাতে আমাদের ঝোপঝাড়ের ধারে কাছে না আসে।

সবাই বললো ঃ বেশ, ভাল কথা। কিন্তু হাতি যদি না মানে এবং জেদ ধরে উল্টো কাজ করে বসে তখন কী করবো?

কাকলী ঃ হাতি যদি উচিত কথা না শোনে তাহলে তাকে এমন শিক্ষা দেবো যা কাহিনী হয়ে থাকবে। আমার কথা, উচিত কথা, হক কথা। আল্লাহর সব সৃষ্টিই আমাদের সমর্থন করবে।

চড়ুইরা হেসে উঠলো এবং বললো ঃ তুমি কেনো এতো লম্বা লম্বা কথা

www.pathagar.com

বলছো। আমরাতো হাতির সাথে লড়তে পারবো না।

কাকলী ঃ কেনো পারবো না? যদি সবাই এক হই তবে নিশ্চই পারবো। হাতি কি ছাড়! তারচেয়ে বড়দেরও যদি মাথা পেতে না নেই তাহলেও আমাদের পদানত করতে পারবে না।

চড়ুইরা বললো ঃ ঠিক আছে আমরা তৈরি এখন তুমিই বল কী করতে হবে।

কাকলী ঃ প্রথমে আমাকেই যেতে দাও। আমি গিয়ে হাতিকে শেষ কথা শুনিয়ে আসি। তাকে বুঝিয়ে আসি। যদি মেনে নেয় তো ঝগড়া বিবাদের প্রয়োজন নেই। আর যদি মেনে না নেয় তাহলে বুঝিয়ে দেবো যে, মশা যখন ছেয়ে যায় হাতিকেও গিলে খায়।

এ কথা বলে কাকলী উড়ে গেলো নদীর পাড়ে এবং হাতিকে গিয়ে বললো ঃ হে হাতি। তুমি যখন ঝোপের পাশ দিয়ে পানি খেতে এলে তখন আমাদের ক'টি বাচ্চাকে পায়ের তলায় পিষে মেরেছো। এটা কী জানতে, না জানোনি।

হাতি ঃ এতে জানা না জানায় কী তফাৎ রয়েছে?

কাকলী ঃ তফাৎ এই যে, যদি জেনে না থাকো ও বুঝতে না পারো যে এতো বড় খারাপ কাজ করেছো তাহলে এখন জেনে নাও যে আমাদের উপর মস্ত বড় জুলুম হয়েছে। কিন্তু যদি জেনে শুনে এ কাজ করে থাকো তাহলে এর অন্য রকম ব্যবস্থা রয়েছে।

হাতি ঃ না হয় ক'টা চড়ুইর বাচ্চা মারাই গেলো, তাতে দুনিয়া উল্টে গেছে নাকি?

কাকলী ঃ না, দুনিয়া উল্টে যায়নি। কিন্তু সবাই যদি একে অপরের অনিষ্ট করে চলে তাহলে নিশ্চয়ই দুনিয়া উল্টে যাবে। তুমি নিজেই এ কথা জানো ও বুঝ। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি এবং অনুরোধ করছি ঃ আর কখনো আমাদের ঝোপঝাড়ের কাছ দিয়ে এসো না। ওটা আমাদের বসবাসের জায়গা।

হাতি ঃ ওসব ফলতু কথা বাদ দাও। এ রাস্তাই আমার পানি খাওয়ার রাস্তা।

www.pathagar.com

কাকলী ঃ দুনিয়া অনেক বড়। অন্য কোন রাস্তা দিয়ে পানি খেতে এসো। এতে কেউ পদদলিত হবে না।

হাতি ঃ পদদলিত হলেই বা কী! হাজারটা চড়ুই মিলে হাতির এক পায়ের দাম হবে না। হাতি হাতিই।

কাকলী ঃ নিশ্চয়ই হাতি অনেক বড়। তবে আমাদের প্রাণও আমাদের জন্যে প্রিয়তম ও সুখকর। তুমি যদি সুস্থ মাথায় চিন্তা করো এবং ইনছাফের অধিকারী হও তাহলে এ ধরনের কথা বলতে পারো না। যেমন করে তুমি ও তোমার বাচ্চারা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চাও তেমনি আমাদেরও এ অধিকার আছে। তুমি কি করে মেনে নিতে পারো যে, তোমার ঘরবাড়ি কেউ এসে ভেঙ্গে ফেলবে ও তোমার বাচ্চাদের পথে বসাবে?

হাতি ঃ কেউ আমার সাথে জোরে পারবে না। আমি যাকে বলে হাতি। আমার যা ইচ্ছে তাই করবো।

কাকলী ঃ ভুল করো না। ইনছাফ না থাকলে যে কারো শক্তি যে কারো উপর খাটতে পারে। তুমি শুধু তোমার মস্তবড় দেহটার দিকে তাকিয়ো না। জীবন কেবল ন্যায় ইনছাফের মাঝেই শান্তিময় ও আনন্দদায়ক হতে পারে। নইলে আমরা সবাই মিলে তোমায় কষ্ট দিতে পারি। কবিও বলেছেন ঃ "দুশমনকে ভেবো না কভু ছোট ও দুর্বল।"

হাতি ঃ হায়! আমি কিনা তোর মত একটা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ চড়ুইয়ের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করছি। ইয়ার্কি করার আর জায়গা পেলে না। যা বেটা, সব ঝোপঝাড় আমার সম্পদ। ভাগ এখান থেকে!

কাকলী ঃ এই হাতি! বড়াই করো না, জেদ ধরো না। আমি হক কথা বলছি। সবাই এটা জানে আর তুমিও জানো। আমি তোমার কাছে অনুরোধ করতে এসেছিলাম। এসো, আমাদের প্রতি দয়া করো। নিজের প্রতিও দয়া করো। অন্য রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করো। নইলে তোমারই ক্ষতি হবে। এমন আপদ ঘটাবো যে, তা কাহিনীতে লেখা থাকবে।

হাতি ঃ কথা বাড়াসনে। যা করতে পারিস করগে।

কাকলী ঃ বেশ তাই হবে। তুমি যখন এতোবড় দেহ নিয়ে চড়ুইদের কষ্ট

www.pathagar.com

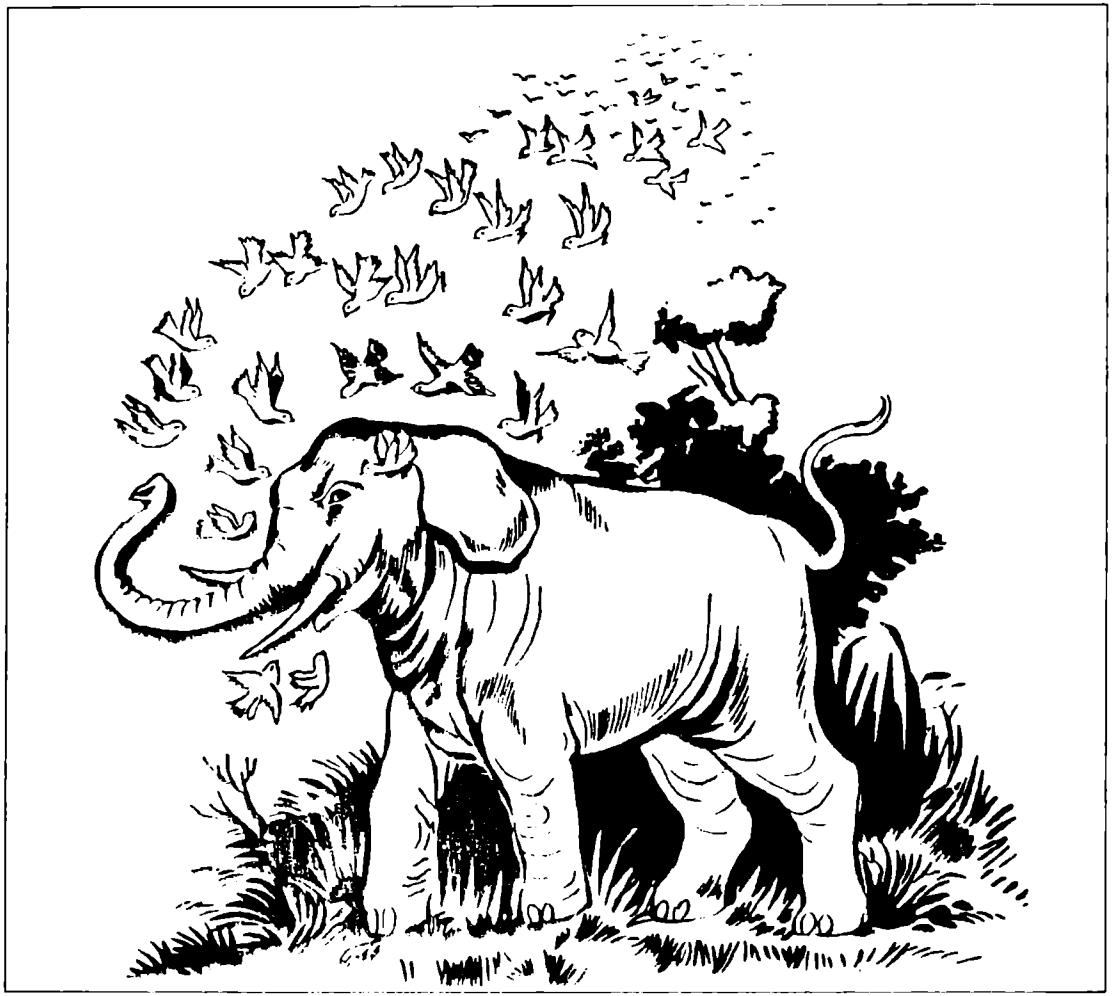

দিতে লজ্জা পাচ্ছো না তখন আমরাই বুঝবো কী করতে হবে।

কাকলী ফিরে এলো চড়ুইদের মাঝে এবং সব ঘটনা খুলে বললো। এরপর সে জানালো, সবাই তৈরি হও। হাতিকে তাড়াতে হবে।

চড়ুইরা ক্ষ্যাপে গিয়ে বললো ঃ হ্যাঁ হাতির বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো। তার ছাল তুলে নেবো। কিন্তু কথা হলো হাতির সাথে তো জোরে পারবো না!

কাকলী ঃ কেনো, নিশ্চয়ই পারবো। তিলে তিলে কদম কদম এগোবো। সত্য আমাদের পক্ষে। প্রথম পদক্ষেপ আমরাই নেবো। এরপর ব্যাঙদের

www.pathagar.com

কাছ থেকে সাহায্য নেবো।

চড়ুইরা এ কথায় হেসে উঠলো। কয়েকজন বলেই বসলো ঃ ব্যাঙের সাহায্য! সেতো দেখার মতো হবে! ব্যাঙেরাতো নিজেরাই শতে শতে হাতির পায়ের তলায় পড়ছে ও ভর্তা হচ্ছে।

কাকলী ঃ আমি সব চিন্তাই করেছি। অবশ্য আমরা হাতির সাথে যুদ্ধ করতে পারবো না। হাজারো চড়ুই মিলেও হাতির জোরের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু হাতি উড়তে জানে না। তাই আমাদেরকে আকাশে পিষে মারতে পারবে না। আমরা সবাই উড়তে থাকবো এবং আচমকা হাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো। ডানে বায়ে, সামনে পেছনে যে যেদিক দিয়ে পারবো তাকে নখ ও ঠোঁট দিয়ে হামলা করবো। বিশেষ করে হাতির চোখ জখম করে তুলবো। হাতি যেই অন্ধ হয়ে যাবে তখন কাজ খুব সহজ। যতক্ষণ পর্যন্ত না এ কাজ করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কারো বিশ্রাম নেয়ার অধিকার নেই। শুরু করো বিসমিল্লাহ! ব্যাস, চড়ুইদের একযোগে হামলা শুরু হলো। তারা হাতির চার পাশ ঘিরে ধরলো। হাতি নড়ে চড়ে নেচেকুঁদে কিছু একটা করতে যাওয়ার আগেই পাখীরা তার চোখ ফুটো করে দিলো। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে পাগলের মতো ছুটাছুটি শুরু করছিল।

চড়ুইরা তখন সমবেত হয়ে বললো ঃ এখন অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। হাতি পাগল হয়ে গেছে এবং সকল ঝোপঝাড় ভেঙ্গে ফেলছে।

কাকলী ঃ নাহ্! হাতি এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার এখন অনেক পিপাসা। এবার ব্যাঙদের পালা। তখন কাকলী ব্যাঙদের ডাকলো এবং হাতির অত্যাচারের কাহিনী বিস্তারিত বললো। ব্যাঙেরা তখন বললো ঃ আমরা জানি, আমরা নিজেরাই হাতির চরম অত্যাচারের শিকার।

কাকলী ঃ তাহলে এসো আমাদের সাহায্য করো। অর্ধেক কাজ আমরা করে ফেলেছি। বাকি অর্ধেক তোমাদের কাজ। পরিকল্পনা মতো কাজ করতে হবে।

কাকলীর নির্দেশে সকল ব্যাঙ জমা হলো। তারা হাতির সামনে এসে সমবেত কণ্ঠে ডাক শুরু করলো ঃ মেঘ হো! মেঘ হো! মেঘ হো! হাতি তখন

www.pathagar.com

চোখ হারিয়ে উত্তেজনায় অস্থির। তার প্রচণ্ড পানির পিপাসা। ব্যাঙের আওয়াজ শুনে মনে করলো 'যেখানে ব্যাঙ ডাকে সেখানেই পানি আছে। চোখে দেখে না বলে সে ব্যাঙের ডাক অনুসরণ করে সামনের দিকে ছুটলো। ব্যাঙরাও কয়েকবার ডেকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে গেলো অন্যদিকে। আবার গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলো। তখন হাতিও হন্যে হয়ে ছুটতে লাগলো সেদিকে। এভাবে ব্যাঙদের হাঁকডাক ও ছুটে পলায়ন এবং হাতির অহেতুক অন্ধভাবে দৌড় শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত ব্যাঙরা কাকলীর নির্দেশ মতো পৌঁছে গেল বিরাট এক গর্তের পাশে। সেখানে গিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার জুড়ে দিলো। মেঘ হো! মেঘ হো! মেঘ হো! এবার হাতি পানি পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনায় সামনে এগুতেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলো সেই গর্তে। সে গর্ত থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারলো না। তা দেখে চড়ুই আর ব্যাঙরা শান্তি পেলে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

এরপর কাকলী হাতির কানের কাছে এসে বললো ঃ এটাই হচ্ছে বে-ইনছাফের শাস্তি যে কারো প্রতি দয়া করে না জুলুম করে বেড়ায় এবং সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এখন এখানে আটকে পড়ে পচো। আর আমি গিয়ে বলি যেনো চড়ুই আর হাতির লড়াইয়ের কাহিনী শিশুতোষ হিসেবে *মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান* লিখে ছোটদের জন্য ছেপে দেন।

www.pathagar.com

দুই কবুতর

দুটো কবুতর পাশাপাশি বাসায় থাকতো। একটির নাম বাহক আর অন্যটির নাম বখাটে।

একদিন বখাটে এসে বললো ঃ শুনলে! আমি আজ তোমার সাথেই বেড়াতো যাবো।

বাহক বললো ঃ না বাবা! আমি বহু কাজে ব্যস্ত থাকবো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি পৌঁছাতে হবে। তুমি আমার সাথে যেতে পারবে না। আমার ভয় হয় এমন ঘটনা ঘটিয়ে দেবে যে তোমারই বিপদ হবে। আর আমার হবে বদনাম।

বখাটে ঃ সত্য কথা কি জানো! একশো খেটে খাওয়া কবুতরও আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়। তোমার মতো চল্লিশ পঞ্চাশটাকে পড়াতে পারি। আমি তোমার আগেই নানারকম মানুষের সাথে চলাফেরা ও উঠাবসা করে রেখেছি। আমি এমন কিছু বাকি নেই যে জানিনে। সমস্ত বাড়ি-ঘর, বাগবাগিচা, ছিদ্র-গর্ত, ঝোপঝাড়, শহর-গ্রাম, ফ্ল্যাট-ভবন, কবুতরদের যাবতীয় কলোনী কোয়ার্টার সবই আমার নখদর্পণে। চোখ বন্ধ করেই বলে দিতে পারি কোথায় কে, আর কে কী। বুঝলে! তোমার চেয়ে আমি বহুত বহুত সেয়ানা। যখন বললাম সফরে আসবো তার মানে কোন কিছুকেই পরোয়া করি না, ভয় বলতে কি বুঝি না।

বাহক ঃ এই যে, ভয় পাচ্ছো না এটাই বড় দোষ। অবশ্য অতি ভয়ও ব্যর্থতার কারণ হয়। কিন্তু বেপরোয়া মনোভাব ও উচ্ছৃখল আচরণ বিপজ্জনক। যারাই বিপদাপদে ও দুর্দশায় পতিত হয়ে থাকে তারা সবাই উচ্ছৃখলা ও অপরিণামদর্শিতার পরিণতি ভোগ করে। এরা মনে করে নিজেরা অন্যদের চেয়ে অনেক চালাক ও বুদ্ধিমান। এরা এতই লাগামহীন পথ ধরে যে দুর্দশায় ও দুর্গতিতে গিয়ে ঠেকে।

বখাটে ঃ আরে বাবা এতো চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি নিশ্চিন্ত

www.pathagar.com

থেকো। আমার সব দিকেই খেয়াল আছে। আমি সব সময়ই সজাগ সচেতন। কোথায় কখন কী করতে হবে না হবে সবই আমি জানি।

বাহক ঃ ঠিক আছে। তাহলে তৈরী হও। ঘরেই দানাপানি খেয়ে নিয়ো। আমার সাথে যখন থাকবে তখন পথিমধ্যে কখনো কোন অজানা অপরিচিতের সাথে ভাব জমাবে না।

বখাটে ঃ ঠিক আছে।

এরপর দু'জনে উড়ে চললো। কতো বাড়ি ঘর, ছাদ-উঠোন, কবুতর মহল, কবুতরের ঝাক পাড়ি দিয়ে গোলা তার সীমা নেই। শেষ পর্যন্ত শহর ছেড়ে মাঠ-ঘাট ও বাগবাগিচা অনেক পাড়ি দিলো এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছলো গিয়ে এক শূন্য মরুভূমিতে। তারপরও উড়ার শেষ নেই। মরুর বুক ধরে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত কতকগুলো শুকনো গাছের কাছে উপস্থিত হলো। বখাটে বললো ঃ চলো কয়েক মিনিট এ গাছের উপর বসি ও ক্লান্তি দূর করে নিই।

বাহক ঃ আমাদের কাজে দেরী হয়ে যাবে। তবে খুবই ক্লান্ত হয়ে থাকলে আপত্তি নেই।

এরপর তারা উভয়েই বসলো গাছের ডালে এবং যতদূর চোখ যায় দেখতে লাগলো। বখাটে কিছু দূরে বাহককে দেখিয়ে বললোঃ ঐ জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে? সবুজ ঘাস যার মাঝে খানাদানা ছড়িয়ে আছে। চলো গিয়ে খেয়ে আসি।

বাহক ঃ হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি সবুজ ঘাস ও শস্যদানা তবে ফাঁদও রয়েছে।

বখাটে ঃ বাবা তোমার এতো ভয় কেনো? কবে কারো কাছ থেকে গল্প শুনেছো যে, সবুজ ঘাসের উপর শস্যদানা ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং এর ভেতরই পেতে রাখা হয় ফাঁদ। এসব কথার বেশির ভাগই গালগল্প। কোথাও তেমন ফাঁদ পাতা হয়ে থাকলে সব খানেই যে ফাঁদ থাকবে তার কোন দলিল প্রমাণ নেই।

বাহক ঃ না, আমি ভীতু নই, কিন্তু আমার আক্কেল বুদ্ধি রয়েছে। আমি বুঝি যে, এই শুষ্ক মরু বিয়াবানে যেখানে সব সময় লু হাওয়া বয় সেখানে সবুজ ঘাসের জন্ম হতে পারে না। তাই শস্যদানারও সম্ভাবনা থাকে না।

www.pathagar.com

এগুলো যে দেখতে পাচ্ছো তা নিশ্চয়ই কোন শিকারী ছড়িয়েছে যাতে লোভী পাখিরা এসে তার ফাঁদে পা দেয়।

বখাটে ঃ না বাবা, এতো খারাপ ধারণা করছো কেনো। হয়তো আল্লাহ নিজের কুদরতের প্রমাণ রাখার জন্যে এই ধু ধু মরুবালিতে সবুজ ঘাস সৃষ্টি করেছেন।

বাহক ঃ তুমি তো শুধু ঘাস আর দানাই দেখতে পাচ্ছো। ভালো করে ঐ টিলার দিকে তাকাও। ঘাস দিয়ে মাথা ঢেকে যে লোকটি বসে আছে দেখতে পাচ্ছো? তুমি কি কিছুই ধারণা করতে পারছো না লোকটি ওখানে কি করছে?

বখাটে ঃ লোকটি হয়তো সফর করছে। আমাদের মতই ক্লান্ত হয়ে ওখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছে। তাতে কি?

বাহক ঃ তাহলে কেনো মাথা এদিকে সেদিকে নেড়ে একবার ঐ সবুজ ঘাস ও দানাগুলোর দিকে তাকাচ্ছে আবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে?

বখাটে ঃ হয়তো একদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আসছে তাই আকাশ ও মরুভূমির দিকে তাকিয়ে দেখছে সফরের কোন সঙ্গী সাথী পাওয়া যায় কিনা!

বাহক ঃ তুমি যা বলছো সবই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তার হাতে ধরা ঐ সুতাটি দেখতে পাচ্ছো? নিশ্চয়ই তা ফাঁদের সুতা।

বখাটে ঃ বাতাস হয়তো এ সুতাকে উড়িয়ে এনেছে এবং তা সবুজ ঘাসে আটকে গিয়ে ওখান পর্যন্ত ছাড়িয়ে আছে।

বাহক ঃ ঠিক আছে। সব কথাই না হয় ঠিক। কিন্তু কিছুতেই কি ভাবতে পারছো না এই পানিশূন্য অনাবাদী মরুভূমিতে কোথা থেকে এক মুঠো দানা এসে পড়লো?

বখাটে ঃ এসব দানা হয়তো গত বছর এসব সবুজ ঘাস থেকেই উৎপন্ন হয়ে পড়ে আছে। কিংবা কোন বোঝাবাহী উটের কাফেলা এদিক দিয়ে গেছে এবং বোঝা থেকে ছিদ্র দিয়ে এখানে কিছু শস্যদানা পড়েছে। আরে বাপু,

www.pathagar.com

তুমি সাংঘাতিক সন্দেহপরায়ণ পাখী। সবকিছুতেই তোমার খারাপ ধারণা। পাখী যদি এতো ভীতু হয় তাহলে কখনো তার কপালে দানা জুটবে না।

বাহক ঃ আমার মনে হয় শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে যাতে দানার লোভে পড়ে সেখানে যাও ও ফাঁদে আটকা পড়। প্রিয় পড়শী আমার, প্রিয় সাথী আমার! সাবধানী কবুতরকে নিশ্চয়ই এতটুকুন বুঝতে হবে যে, এতো সবকিছু বেহুদা এই মরুভূমিতে একসাথে জমা হতে পারে না। ঘাসে মাথা ঢাকা লোকটি, ধু ধু বালিতে হঠাৎ গজিয়ে উঠা সবুজ ঘাস, জালের মতো পেঁচানো সুতা এবং এক মুঠো দানা সবই এ কথাই প্রমাণ দিচ্ছে যে, পাখী শিকারের জন্য এটি একটি ফাঁদ। তুমি এতো বোকা কেনো? পেটের জন্যে প্রাণটাতো দেবে দেখছি!

বখাটে কিছুটা ভয় পেলো এবং মনে মনে ভাবলো, "হয়তো বা ফাঁদই হবে। কিন্তু কতো পাখী এতো চালাক যে, ফাঁদের ফাঁক দিয়ে গিয়ে দানা খেয়ে দেয়ে দিব্যি আরামে চলে আসে কিন্তু ফাঁদ তাদের ছুঁতে পারে না। এছাড়া কতো ফাঁদের সুতাও থাকে পচা। পাখী এ পচা সুতা ছিঁড়ে পালাতে পারে। অন্যদিকে অনেক শিকারীও আছে যাদের হাতে ধরা পড়ে অনুনয়ন বিনয় করলে তাদের দয়া মায়া হয় এবং ছেড়ে দেয়। আরো বহু ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেমন, হঠাৎ শিকারীরা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় কিংবা শিকারী হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। আর এ সুযোগে আটক পাখী পালাতে পারে। আমিও এভাবেই বেঁচে যাবো ফাঁদ ও শিকারীর হাত থেকে।

বখাটে নীরবে এসব চিন্তা করে বললো ঃ আমি তোমার এতোসব ওয়াজ নছিহত বুঝি না। আমার এখন অনেক ক্ষুধা। আমি উড়ে গিয়ে ওসব দানা খাবোই। বিপদ যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে কাছে গিয়ে দেখবো বিপদ আছে কিনা। বিপদ থাকলে ফিরে আসবো। তুমি এখানেই বসে থেকো। এই আসছি বলে।

বাহক ঃ আমি তোমার এ লালসায় ভয় পাচ্ছি। তুমি নিজেকে বিপদে ফেলতে যাচ্ছো। আমার কথা শুনো। এসব লালসা ত্যাগ করো। বিপদ কখনো পরীক্ষা করে দেখার জিনিস নয়।

www.pathagar.com

বখাটে ঃ তোমার কী? তুমি কি আমার জিম্মাদার? আমার জন্যে কোন উকিল মোক্তার ও মুরুব্বীর প্রয়োজন নেই। আমি যাচ্ছি। যদি ফিরে আসি তাহলে এক সাথে সফর করবো। আর যদি আটকা পড়ি তাহলে তুমি তোমার কাজে চলে যেয়ো। আমি জানি কী করে নিজেকে মুক্ত করতে হবে।

বাহক ঃ খুবই দুঃখিত যে আমার উপদেশ শুনলে না।

বখাটে ঃ অনর্থক দুঃখ পাচ্ছো। নিজেকেই উপদেশ দাও। এতো বড় দেহটাই তোমার আছে, এতটুকুন সাহস ও মুরদ নেই। সারাটা জীবন শুধু লোকের চিঠিপত্র বয়েই বেড়ালে। অথচ আল্লাহর এই দুনিয়ায় এতো দানা পড়ে আছে যে এর স্বাদ খেয়ে বুঝলেনে।

বখাটে এ কথা বলে উড়ে গেলো দানার কাছে। সেখানে পৌঁছেই দেখলো কতিপয় সুতা, লোহার শলাকা ও কিছু গমের দানা ছড়িয়ে রয়েছে। সে সুতাকে প্রশ্ন করলো 'তুমি কে?' সুতা বললো, 'আমি আল্লাহর সৃষ্টির এক সৃষ্টি। এতো ইবাদত বন্দেগী করেছি যে সরু চিকন হয়ে গেছি।' বখাটে কবুতর জিজ্ঞেস করলো 'এ লোহার শলাকাগুলো কী?' বললো, 'কিছুই না, নিজেকে ওসবের সাথে বেঁধে রেখেছি যাতে বাতাস আমাকে উড়িয়ে না নেয়।' বখাটে আবারো জিজ্ঞেস করলো ঃ 'এসব সবুজ ঘাস এখানে কোত্থেকে এলো?'

জবাব দিলো, 'ওগুলো বুনেছি যাতে ফসল হয় এবং পাখীরা খেয়ে খেয়ে আমার জন্য দোয়া করে। বখাটে তখন বললো ঃ বেশ ভালো কথা। আমিও তোমার জন্যে দোয়া করবো।' এই বলে সে এগিয়ে গেলো কয়েক কদম এবং গম খাওয়া শুরু করলো। কিন্তু প্রথম কয়েকটি দানা তার গলা দিয়ে পেটে পৌঁছার আগেই ছড়ানো ফাঁদ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে ফেললো। তাকে ফাঁদে আটকা পড়তে দেখেই শিকারী ছুটে এলো।

বখাটে বললো ঃ হে শিকারী! আমি বুঝতে পারিনি এবং আমার বন্ধুর কথা শুনিনি। দানার লোভে পড়ে আটকে গেলাম। এখন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে আমার প্রতি দয়া করো। আমাকে ছেড়ে দাও।

শিকারী ঃ এসব কথা সবাই বলে থাকে। কোন্ পাখীটি জেনেশুনে ফাঁদে

www.pathagar.com

পড়ে? আমার পেশাই শিকার করা ও পাখী ধরা। তুই যে, মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে চাস তাহলে প্রথমেই নিজের প্রতি নিজে দয়া করতি। যখন সবুজ ঘাস ও শস্যদানা দেখলি তখনই এর পরিণতি চিন্তা করতে পারতিস। তোর ওই বন্ধুকে চেয়ে দেখ গাছের ডালে স্বাধীনভাবে বসে আছে। সেও তোর মতো দানা দেখেছিল। কিন্তু তোর মতো বোকা ও বখাটে সে নয়।'

এদিকে বাহক যখন তার সাথীর আগমন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়লো তখন বাধ্য হয়ে পাখা মেললো এবং চিঠি পৌঁছে দেয়ার পথ ধরলো।

www.pathagar.com

সিংহ, নেকড়ে ও শিয়াল

একদিন বনের তে মাথায় হঠাৎ করেই একসাথে উপস্থিত হলো বনের রাজা সিংহ, নেকড়ে ও শিয়াল। বুঝা গেল, ক্ষুধার তাড়নায় তিনজনেই শিকারের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে তে মাথায় এসে উপস্থিত।

সিংহ বলো ঃ আমার মতে এটা ঠিক নয় যে, প্রত্যেকে আলাদা আলাদা কাজ করবো এবং একাকী খাবো। উত্তম হচ্ছে, সবাই এক হয়ে জোট বেঁধে শিকার করবো এবং একত্রেই খাবো। আমাদের তো কোন স্বার্থের বিরোধ নেই বা বিশেষ কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। সুতরাং এক হতে দোষ কোথায়?

নেকড়ে কিছুই বললো না। শিয়াল দেখলো যে, সে সবচে দুর্বল। সিংহ ও নেকড়েই বড় বড় শিকার ধরতে পারবে। সুতরাং এ ধরনের ঐক্য করলে তার বরং সুবিধাই হবে। তাই সে বললোঃ আজ্ঞে, যা বলেছেন সত্য বলেছেন। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সর্বোত্তম কাজ এটাই। বনরাজ সিংহের সাথে সহযোগিতা করা গৌরবের বিষয়।

এরা তিনজনে মিলে ঠিক করলো যে, অমুক জায়গায় গিয়ে হামলা করবে। যা কিছু ধরতে পারবে তা মিলেমিশে খাবে। ব্যস, তারা রওনা হলো। সেদিন সিংহ শিকার করলো একটি জংলী গাধা, নেকড়ে পেলো একটি হরিণ আর শিয়াল ধরে আনলো একটি খরগোশ। এরপর শিকারগুলোকে নিয়ে জমা হলে নির্দিষ্ট বাগাড়ে।

সিংহ সব দেখেশুনে বললো ঃ চলো এবার এমনভাবে ভাগ করা যাক যা বিবেক বুদ্ধি সম্মত হবে। দুনিয়াতে ইনছাফের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।

শিয়াল ঃ মহারাজ! আপনি আমাদের সবার বড়, সবার মুরুব্বী। সুতরাং বন্টন করার অধিকার আপনার। আপনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে ভাগ করুন।

সিংহ ঃ না না। তা কী করে হতে পারে। এসব কথা মুখে এনো না। আমি তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী। আর চাইনে যে জনগণ বলে বেড়াবে খাদ্য বন্টনে আমার বিশেষ কোন স্বার্থ ও পক্ষপাতিত্ব ছিল। তোমরা নিজেরাই

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নাও, প্রস্তাব পেশ করো। যখন ইনছাফ করা হবে তখন আমিও তা মেনে নেবো। ভাল হয় ভাগবাটোয়ারার কাজ নেকড়ের উপর ছেড়ে দেই। সেতো কম কথার লোক। বুঝাই যাচ্ছে তার চিন্তা-দর্শন সবার বেশি ও ভাল। হে নেকড়ে! এগুলোকে ভাগ করে দাও।

নেকড়ে বললো ঃ আমাকে কেনো এ দায়িত্ব দিলেন। যা হোক, আপনার ফরমায়েশ আমি পালন করবো। শিকারদের অবস্থা ও সংখ্যাও বেশ সুবিধেজনক। আপনি সবারচে বড় এবং শিকারও করেছেন সবচে বড় প্রাণী। তাই গাধাটা আপনিই খান। আমি মধ্যবর্তী অবস্থানে আছি। তাই আমি নিয়ে নেই হরিণটা। আর শিয়াল সবার ছোট। তার খোরাকও কম। সুতরাং

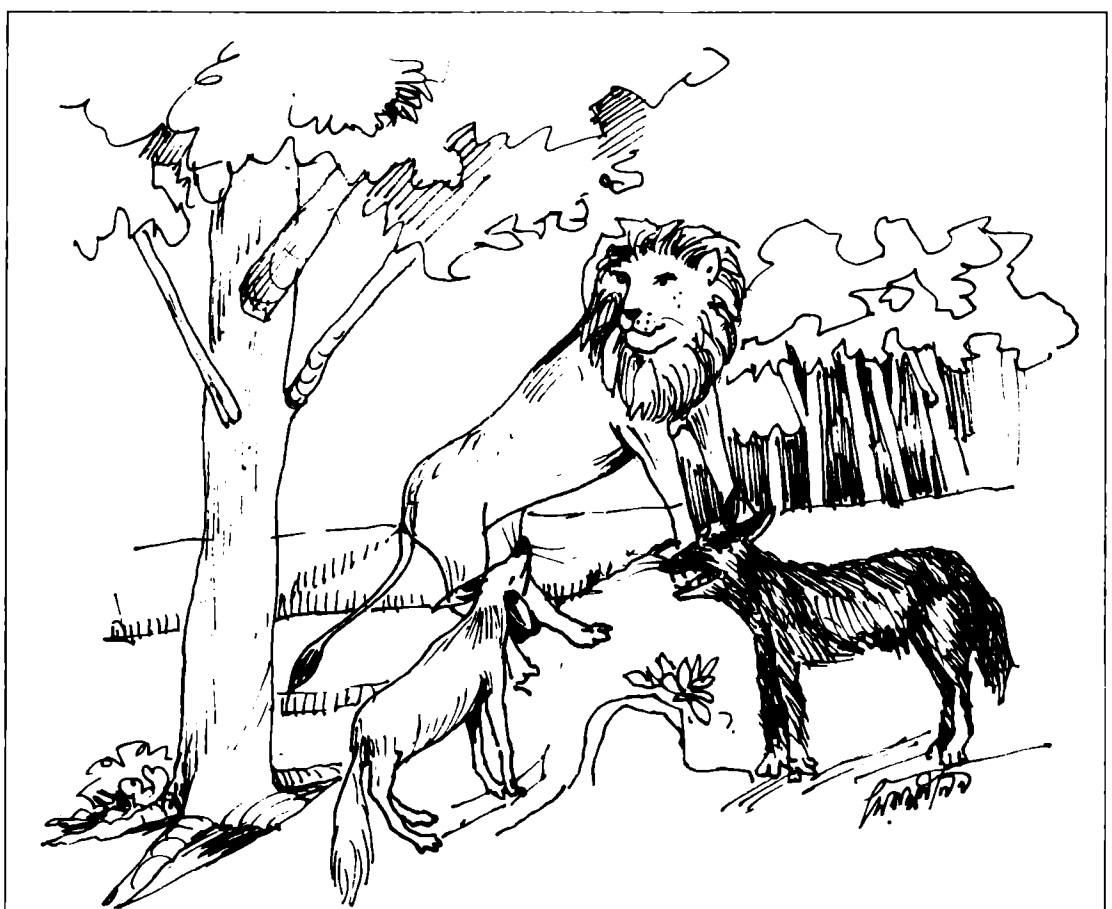

www.pathagar.com

সে যা ধরেছে সেই খরগোশটাই তার ভাগে যাক।

সিংহ এ ভাগবাটোয়ারায় ভীষণ রেগে গিয়ে বললো ঃ হিংস্র বেআদব নেকড়ের বুদ্ধিশুদ্ধি দেখো! তোর এ ধরনের ভাগবাটোয়ারার জন্যে তোর মাথায় ঘোল ঢেলে দেয়া দরকার। বুঝা যাচ্ছে তোর মুন্ডুতে কিছুই নেই। বেহুদা মুরুব্বীদের সামনে কথা বলিস। শয়তানী খেয়াল তোর মাথায়। আয় এদিকে, তোর মুন্ডুটাই ছিঁড়ে ফেলি। সিংহ প্রচণ্ড এক থাবা মেরে সাথে সাথে নেকড়ের মাথা দেহ থেকে ছিঁড়ে ফেললো। এরপর নেকড়ের কল্লাটি নিজের সামনে রেখে শিয়ালকে বললো ঃ নেকড়ে একটা মূর্খ, বেআদব ও বেইনছাফ প্রাণী। তার যথাযথ সাজা হয়েছে। এবার তুই আয়। তুইতো প্রাণীদের ভেতর সবচে বুদ্ধিমান। ভাগ কর এদের গোশত।

শিয়াল ভাবলো একবেলা খাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচানোটাই সবচে বড় কর্তব্য। সে বললো জাঁহাপনা! নেকড়ের আচরণে অনেক কষ্ট পেয়েছেন জানি। তবু ক্ষমা করে দেবেন। সে বড়দের সাথে বন্ধুত্ব করার রীতিনীতিই শেখেনি। তার যথাযথ শাস্তি হয়েছে। এবার আসা যাক ভাগবাটোয়ারায়। বিষয়টা খুবই সহজ। জংলী গাধা আপনার লাঞ্চ হিসেবে বেশ হবে। আর হরিণ নৈশভোজ হিসেবে আপনার কাছে সুস্বাদু ঠেকবে। খরগোশ থাকুক আপনার নাস্তা হিসেবে।

সিংহ মুচকি হেসে বললো ঃ বাহ্! কী সুন্দর ব্যবস্থা। এতো সুন্দর বাটোয়ারার জন্যে তোর দীর্ঘ জীবন কামনা করছি। এই ইনছাফ ও আদব কায়দা কার কাছ থেকে শিখলি?

শিয়াল ঃ জ্বী জাঁহাপনা। আমি তো এক নগণ্য বান্দা। গুণ-গরিমা, ন্যায়-ইনছাফ সবই আপনার মজ্জাগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। তবে এই আদব কায়দা ও ইনছাফ শিখেছি আপনার সামনে পড়ে থাকা নেকড়ের কেল্লা থেকে!

www.pathagar.com

চিতা বাঘ ও মানুষ

একবার এক বিড়াল এক চাষীর ঘর থেকে গোশত চুরি করে খেলে চাষী লাঠি নিয়ে একে তাড়া করলো। বিড়াল গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পালালো। অন্যদিকে এ জঙ্গলে ঘুরাঘুরি করছিল এক চিতা বাঘ। সে ঘুরতে ঘুরতে চোখের সামনে দেখতে পেলো বিড়ালকে। বিড়াল দেখতে ছিল চিতা বাঘেরই মতো। কিন্তু সে চিতাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলো এবং পালাতে চাইলো।

চিতা বিড়ালকে ডেকে বললো ঃ এই কে রে? দাঁড়াতো, দেখি তোকে।

বিড়াল ভয়ে জড়সড় হয়ে বললো ঃ মিউ!

চিতা ঃ আহ! কী করুণ মরমী আওয়াজ বেচারার। কিরে তুই কী আমাদের জাতি নস? তাহলে তোর শরীরটা এতো ছোটখাট ও শীর্ণকায় কেনো? কথা বলারও দেখছি জোর নেই গায়ে! কেনো ভয় পাচ্ছিস? কেনো তোর এ দুর্গতি দুরবস্থা? আমাদের পরিবারের লোকদের তো এ রকম হওয়ার কথা নয়! হয়েছি কী তোর?

বিড়াল যখন দেখলো তার এক দরদী ও সহমর্মী পাওয়া গেছে তখন তার দুঃখের পেয়ালা উথলে উঠলো এবং ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। সে কান্না জুড়ে দিয়ে বললো ঃ জানো না কী দারুণ মুছিবতেই না পড়েছি।

চিতা বাঘ ঃ কাঁদিসনে, কান্নার কী আছে। কান্নাতো দুধের বাচ্চাদের। সব খুলে বল শুনি। কী মুছিবত হলো তোর? কোন্ শক্ত দুশমনের হাতে পড়েছিস যে তার সাথে পারিসনে?

বিড়াল ঃ হায়, দুশমন যদি হতো তবে কতইনা ভাল হতো। দুশমন তো ওদের কাছে কিছুই নয়। জানেন তো কুকুর হচ্ছে দুশমন। তার কাছ থেকে পালানো যায়। কিন্তু আমাদের যত ভোগান্তি সবই বন্ধুর কাছ থেকে আসে।

চিতা ঃ বুঝলাম না! কে তোর বন্ধু শুনি?

বিড়াল ঃ মানুষ।

চিতা ঃ মানুষ? মানুষ আবার কী ধরনের বস্তু? আমারতো এতো বয়েস

www.pathagar.com

হলো তার নামও শুনিনি। আসলে তোরা মানুষের সাথেই বা কেনো দোস্তী করতে যাস?

বিড়াল ঃ আল্লাহর কসম, উপায় নেই। আমরা বনজঙ্গল থেকে বিতাড়িত হয়ে গৃহপালিত পশু হয়ে গেছি। গ্রামেগঞ্জে শহরে এখন আমাদের বসবাস। মানুষদের সাথে জীবন কাটানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে এসব মানুষ খুবই ভয়ঙ্কর। দোস্ত-দুশমন ওরা বোঝে না। একদিন আমাদের ধরে নিয়ে যায় বাড়িতে ইঁদুর ধরার জন্যে। তখন আমাদের খুব আদর কদর। কিন্তু অন্যদিন ইঁদুর না থাকলে ঘর থেকে যদি কোন কিছু নিয়ে যাই অমনি ওদের চোখে খারাপ হয়ে যাই। এছাড়া এসব মানুষের বাচ্চারাও আমাদের বাচ্চাকাচ্চাদের বিরক্ত করে, কষ্ট দেয়। আমাদের পেটে যখন বাচ্চা আসে তখন কোন ঘরেই আমরা শান্তিতে থাকতে পারি না। কী যে বলবো, কীভাবে যে দুঃখ কষ্টের কাহিনী তুলে ধরবো সে ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না। মানুষের মাথায় কোন ন্যায় ইনছাফ ও দয়ামায়া ঢুকে না। আমরা এসব মানুষের হাতে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। বিশ্বাস করো, তোমরা চিতারাও যদি এসব মানুষের হাতে কখনো পড় তাহলে তোমাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও হতভাগা হয়ে দাঁড়াবে।

চিতা ঃ এসব বাজে কথা। তোদের দোষেই তোরা বিপদে পড়েছিস। এক মুঠো খাওয়ার লোভে ভিক্ষা করা তোদের অভ্যাস হয়ে গেছে। নইলে মানুষ কী ছাড়, মানুষের বাপদাদাও তোদের কোন পশমে হাত দেয়ার সাহস পেতো না। আমাদের কেনো কেউ এসে বিরক্ত করে না? আমি যদি তোর জায়গায় হতাম তাহলে কেউ আমার সাথে বড়গিরি দেখাতে এলে পিঠের চামড়া উঠিয়ে নিতাম। এখন তোর আর কোন ভয় নেই। আমি আছি তোর পাশে। আচ্ছা, তুই কী আমাকে একটা মানুষ দেখিয়ে দিতে পারিস? তাহলে ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়ে তোদের উপর জুলুম করার প্রতিশোধ নিয়ে নিতাম।

বিড়াল ঃ নিশ্চয়ই দেখিয়ে দিতে পারবো। তবে মানুষ জাতি বড় বিপজ্জনক জাতি। কেউ ওদের সাথে পারে না।

চিতা ঃ তোর মাথা ঘামাতে হবে না। চল দেখি। একটা মানুষ খুঁজে বের

www.pathagar.com

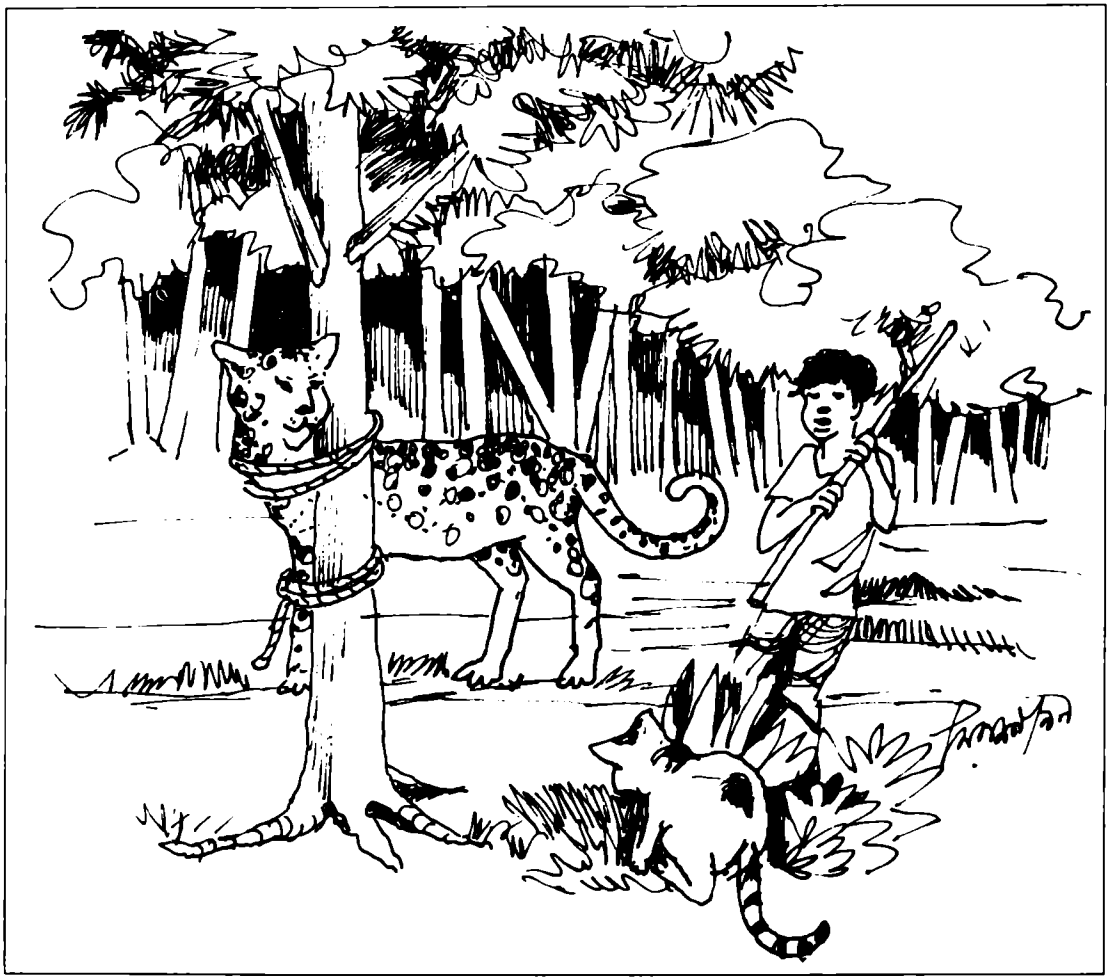

কর আগে। তার চৌদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেবো।

বিড়াল ঃ চলো তাহলে। তবে খুব সাবধান থাকবে।

বিড়াল আগে আগে আর চিতা বাঘ পিছু পিছু চললো। যেতে যেতে ওরা একটি শস্য ক্ষেতের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে একজন চাষী তার ক্ষেতের আলে বড় হয়ে উঠা একটি গাছের ডাল কাটছিল। বিড়াল চিতাকে চুপিসারে চাষীর কাছাকাছি এসে বললো ঃ মানুষের জাত হচ্ছে এরা।' একথা বলেই ডরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। চিতা গর্জন করে চাষীকে বললো ঃ 'হে শয়তান। তোদেরই নাম নাকী মানুষ? তোরা

www.pathagar.com

নাকি আমাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীভুক্ত লোকদের বন্দী করে ওদের হেস্তনেস্ত করছিস?

চাষী চললো ঃ জ্বী হ্যাঁ। মানুষ আমরাই। আপনার কোন ফরমায়েশ আছে নাকি?

চিতা ঃ তোদের কী অধিকার রয়েছে যে, তোরা বিড়ালদের উপর মাতব্বরী করিস, বেইনছাফী করিস?

চাষী ঃ বড় হওয়ার অধিকার আমাদেরই। আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, চিন্তা-চেতনা আছে, অভিজ্ঞতা আছে। আমরা অত্যন্ত সজাগ সচেতন। বিড়াল কি ছাড়, আমরা সকল জীবজন্তুকেই বন্দী ও পদানত করতে পারি। বিড়াল না হোক চিতা, হাতি যেই হোক না কেনো সবাইকেই কান ধরে ঘুরাতে পারি। তবে আমরা বেইনছাফ নই, শয়তান নই। অনর্থক কারো উপর জোর খাটাই না।

চিতা ঃ দেখছি অনেক অহংকার করছিস। যদি সত্য কথাই বলে থাকিস তাহলে আয় দেখি প্রথম আমার সাথে। পরে অন্যদের পালা। আয় দেখি তোর কতজোর আর আমার কত জোর। এক থাবারোটা বাজিয়ে দেবো যে, বাপদাদার নাম পর্যন্ত ভুলে যাবি।

চাষী দেখলো যে অবস্থা সুবিধাজনক নয়। জোরজবরদস্তিতে চিতা বাঘের সাথে পারবে না। কিছুটা চিন্তা করে বললো ঃ বেশ ভাল কথা লড়াই করবো। কিন্তু আমি শুনেছি যে তুমি নাকি অনেক সাহসী। পশুদের মাঝে তোমার সাথে কারো জুড়ি নেই। কথাটা কি ঠিক?

চিতা তার প্রশংসা শুনে বেশ খুশিই হলো। সে চাষীকে বললো ঃ নিশ্চয়ই আমি কাউকে আমার চেয়ে বড় মনে করি না। আমিই সবচে বড়।

চাষী ঃ বেশ ভাল কথা, যে নিজেকে সবচে বড় মনে করে তার ইনছাফও সবচে বেশি হতে হবে। নিশ্চয়ই সে কাপুরুষ নয়। মহানুভব।

চিতা ঃ তাতো ঠিক কথাই। আমরা মানুষদের মতো নই যে, সবাইকে বন্দী ও পদানত করতে চাই। আমাদের বলে চিতা বাঘ। বুঝলি।

চাষী ঃ বেশ কথা। তবে তোমার যদি ইনছাফ থেকে থাকে তাহলে জেনে

www.pathagar.com

নাও যে, তুমি লড়াই করার জন্যে নখর ও দাঁত সঙ্গে নিয়ে এসেছো। কিন্তু আমি আমার জোর সাথে করে নিয়ে আসিনি। এটা কোন বীরত্ব ও ইনছাফের কথা হতে পারে না যে, একজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং অন্যজন খালি হাতে জোর পরীক্ষা করবে।

চিতা ঃ ঠিক কথাই বটে। কিন্তু তোর জোর কোথায় রেখে এসেছিস?

চাষী ঃ বাড়ীতে।

চিতা ঃ ঠিক আছে, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। তুই তোর জোর নিয়ে আয়।

চাষী এ কথায় খিলখিল করে হেসে উঠলো এবং বললো ঃ বাহ! আজব মজার পশুই দেখছি তুমি! তুমি এতো সব বাহাদুরী দেখিয়ে এলে এখানে। কিন্তু যেই বুঝলে একজন সাহসী বীর মানুষের দেখা পেলে তখনি চালাকী করতে মতলব এঁটেছো। আমি আমার জোর আনতে যাই আর তুমি এ সুযোগে পালাবে। তাই না? মনে করছো আমি বুঝি না। আমি তো বলেছিই আমাদের অনেক বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। চিন্তা চেতনা আছে, অভিজ্ঞতা আছে।

চিতা ঃ আমরা পলাতক জাত নই।

চাষী ঃ বাহ্! বললেই হলো। আমি পশুদের ভাল করেই চিনি। সবাই মিথ্যাবাদী। সবাই দুর্বলদের উপরে হামলা করে। শক্তিশালীদের দেখে পালায়। বিশেষতঃ তুমি যে বিড়ালের আত্মীয় বলে দাবী করছো, সে বিড়ালেরা চুরি করে পালিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে কোন পশুরই বিবেক নেই, বোধশক্তি নেই, সৎসাহস নেই।

চিতার এসব শুনে আঁতে ঘা লাগলো এবং বিরক্ত হয়ে বললো ঃ কেনো বেহুদা দুর্নাম করছো? আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে আছি। চাও যদি কসম খেতে পারি যে পালাবো না। যদি চাও চুক্তিপত্র করবো কিংবা যেভাবে তুমি চাও সেভাবেই আচরণ করবো।

চাষী বললো ঃ কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই। পশুদের চুক্তিপত্রের এক কানাকড়িরও দাম নেই। যদি সত্যি বলে থাকো, বীরত্বের কোন চিহ্ন তোমার থেকে থাকে, যদি ভীতু না হও এবং পালাতে না চাও তাহলে আমি তোমার

www.pathagar.com

ঘাড় গর্দান এ গাছের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রাখতে চাই যাতে পালাতে না পারো। এরপর আমি গিয়ে আমার জোর নিয়ে আসবো। তখন হবে লড়াইয়ের মতো লড়াই। প্রমাণ হয়ে যাবে কে বড়, কে বাহাদুর এবং কার মাতব্বরীর অধিকার রয়েছে।

চিতা ঃ ঠিক আছে মেনে নিলাম। এরপর চিতা গিয়ে দাঁড়ালো বড় গাছের পাশে। চাষী তার রশি দিয়ে গাছের সাথে চিতাকে শক্ত করে বাঁধলো। এবং শাবল এনে দাঁড়ালো চিতার সামনে এবং বললো 'এখন বুঝলে কিছু?'

চিতা ঃ কি বিষয় বুঝবো?

চাষী ঃ বন্দী ও পদানত হওয়া যে কী তার কথা বলছি। এরপর থেকে যদ্দিন জীবিত থাকবি ততদিন পর্যন্ত এই রশি তোর গলায় ঝুলবে। বিড়ালের মতো যদি অনিষ্টকারী না হতিস তাহলে শান্তিতে থাকতে পারতিস। কিন্তু যেহেতু জোর পরীক্ষায় আসলি সেহেতু হতভাগা হয়ে গেলি।

চিতা ঃ তুমিতো জোর আনতে চেয়েছিলে?

চাষী ঃ আমার জোর আমার মুখের ভাষা, এই রশি এবং হাতে ধরা এই শাবল। যদি তোকে মেরে ফেলতে চাই তবে এ শাবল দিয়েই তোর কাম সাঙ্গ করতে পারি। কিন্তু এমন কাজ করবো যা মেরে ফেলার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তোকে এক খাঁচায় বন্দী করে রাখবো যাতে জনগণ এসে তোকে দেখে তামাশা করে ও হাসে।

চিতা ঃ তুই প্রতারণা করলি। এটা কোন ইনছাফ নয়।

চাষী ঃ আমি তো তোকে খবর দিয়ে আনিনি। তুই নিজেই আমার সাথে লড়াই করতে এলি। লড়াইতে দুশমনকে হালুয়া খাওয়ানো হয় নাকি। লড়াই লড়াই-ই। এর নাম প্রতারণা নয়, কৌশল। যে উত্তম চিন্তা করতে পারে সেই বিজয়ী হয়। আমি তো আগেই বলেছি আমাদের চিন্তাশক্তি আছে, অভিজ্ঞতা আছে।

এরপর চাষী গেলো গ্রামে তার বন্ধুদের নিয়ে আসতে যাতে জীবিত চিতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এর খেল তামাশা দেখতে পায়।

চিতা নিকটেই লুকিয়ে থাকা বিড়ালকে বললো ঃ আজব বিপদেই না

www.pathagar.com

পড়লাম। বুঝা যাচ্ছে যে, তুই এই মানুষের জাত তথা আদম সন্তানদের ভাল চিনেছিস। এখন বল দেখি এ লোক ফিরে এলে আমি যদি আমার চিতা স্বভাবের বিপরীতে নিজেকে খাটো করি বা অনুনয় বিনয় করি এবং তোরই মতো মিউ মিউ করি তাহলে কী আমাকে ছেড়ে দেবে?

বিড়াল বললো ঃ আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সেই প্রথম থেকেই যদি চিতা চিতা বলে বাহাদুরী ও আস্ফালন না দেখাতে এবং মানুষের কথার ছলনায় না ভুলতে তাহলে হয়তো কোন ফায়দা হতো। কিন্তু এখন বহু দেরী হয়ে গেছে। এখন যদি ইঁদুরের চেয়েও ছোট হয়ে যাও এবং মিউ মিউ করার বদলে যদি চিক্ চিক্ও করো তাতেও কোন লাভ নেই।

www.pathagar.com

সিংহ ও মানুষ

একদিন বনের রাজা সিংহ বনের মধ্যস্থলে তার গুহার পাশেই বসে বসে নিজ বাচ্চাদের খেল-তামাশা দেখছিল। হঠাৎ করে ওই পথ দিয়ে হুড়মুড় করে একদল বানর ও শিয়াল কোথা থেকে এসে ছুটে পালাচ্ছিল। সিংহ ওদের ডেকে বললো ঃ কীরে! হয়েছেটা কী? ছুটে পালাচ্ছিস কেনো?

ওরা বললো, "না কিছুই নয়, ওদিকে একটি মানুষ জঙ্গলের দিকে আসছে কিনা, তাই দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছি।

সিংহ আগে কখনো মানুষ দেখেনি। সে ভাবলো মানুষ নিশ্চয়ই বিরাট দেহের কোন জীবজন্তু। সিংহ বনের রাজা। জোরে কেউ তার সাথে পারতো না। তাই সে পলায়নরত পশুদের সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে বললো, "মানুষ আবার ভয়ের কী হলো?"

ওরা বললো ঃ জ্বী, আপনার কথাই ঠিক। ভয়ের কিছু নেই। অর্থাৎ ভয় একটা খারাপ জিনিস। কিন্তু আপনি এ যাবৎ মানুষের পাল্লায় পড়েননিতো। তাই ও কথা বলছেন। ওরা ভয়ানক প্রাণী। ওদের জোর সবারচে বেশী।

সিংহ হা হা হা করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো ঃ "তোদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। মানুষতো কোন্ ছাড়, দেও-দানবও যদি হয়, তবু আমি এখানে থাকতে তোদের কোন ভয় নেই।

আসলে এ সিংহ কখনো জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসেনি ও জীবনে মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। তাই সে ভাবলো এসব বানর ও শিয়ালের কাছে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মানুষ কী চিজ তাহলে ওরা তাকে নিয়ে হাসবে। এতে তার মান ইজ্জত যাবে। তাই সে কিছুই বললো না। নিজে নিজেই ঠিক করলো আগামী কাল ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত মানুষ খুঁজে বের করবে এবং এখানে তার লাশ এনে ফেলে রাখবে যাতে পশুদের ডরভয় কেটে যায়।

সিংহ পরদিন একাকী গুহা থেকে বের হয়ে পড়লো এবং পথ চলতে চলতে দূর থেকে একটা হাতী দেখতে পেলো। মনে মনে চিন্তা করলো ওরা যে বলছে মানুষ খুবই ভয়ানক প্রাণী নিশ্চয়ই এ ধরনের কিছু একটা হবে।

www.pathagar.com

তাহলে এই বিশালদেহীটাই মানুষ! সামনে এগিয়ে এসে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললোঃ অ্যাই! তোকেই কী মানুষ বলে?

হাতী বললো ঃ না বাবা! আমি হাতী। দেখছো না শূড় আছে। আমি নিজেই মানুষের হাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। মানুষেরা এসে আমাদের ধরে পিঠের উপর পালংক বাঁধে। এরপর ওরা নিজেরা সেই পালঙ্কের উপর আসন গেড়ে বসে আমাদের মাথায় মুগুর পেটায় এবং পথ চলতে বাধ্য করে। এরপরও আমাদের পায়ে শিকল বেঁধে আটকে রাখে। বৃদ্ধ হলে আমাদের দাঁত উপড়ে ফেলে। এ রকম আরো হাজারো বালা-মুছিবত ঢেলে দেয় আমাদের উপর। আমরা কোথায় আর মানুষ কোথায়!

সিংহ বললো ঃ বেশ ভাল কথা। আমি তা জানি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম হঠাৎ করে দেহের ভারে নিজেকে মানুষ ভেবে বসেছিস কীনা।

হাতী বললো ঃ জনাব সিংহ! কী যে বলেন। ঘুণাক্ষরেও আমরা মানুষ হতে যাবো না। ভুলেও এ ভুল করবো না।

সিংহ ঃ হয়েছে হয়েছে! বেশী কথা বলিস না। যা, তোর কাজে যা।

এরপর সিংহ তার পথ চলা শুরু করলো। যেতে যেতে পেয়ে গেলো এক শক্তিশালী উটকে। মনে মনে ভাবলো, সম্ভবতঃ মানুষ এটাই। উটকে তখন ডেকে বললো ঃ "দাঁড়া দেখি! তোর নামই কী মানুষ?"

উট বললো ঃ খোদা না করুন আমি মানুষ বনে যাই। আমি উট। মরু-জঙ্গলের কাঁটা খাই ও বোঝা টানি। আমি নিজেই মানুষের হাতে বন্দী ও চরমভাবে যিল্লাতের জীবন যাপন করি। ওরা আমার পিঠে কয়েক মণ বোঝা চাপিয়ে দেয়। এরপর ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে তৃণলতা ও পানিবিহীন মরুভূমিতে আমাকে ঘুরায়। এরপরও আমাকে হাতে পায়ে বেড়ী পড়ায় যাতে পালাতে না পারি। মানুষেরা আমার দুধ খায়, পশম ছেঁটে নেয় এবং পশম দিয়ে জোব্বা-আলখেল্লা ও শাল বানায়। তারপরও আমাদের রেহাই নেই। এমনকি আমাদের গোশতও কাবাব করে খায়।

সিংহ ঃ বেশ। এসব আমি জানি। শুধু পরীক্ষা করতে এলাম মাথায় আবার মানুষ হওয়ার ভূত চেপেছে কিনা এবং বানর ও শিয়ালদের ডরভয় দেখাতে চাস কিনা।

www.pathagar.com

উট বললো ঃ এ ধরনের ভুল ঘুণাক্ষরেও করি না। আমাদের পক্ষ থেকে কারো ন্যূনতম ক্ষতিও হয় না। এমনকি কোন শিয়াল বা বানরও যদি আমাদের লাগাম হাতে নিয়ে টানতে থাকে আমরা তার পেছনেও চলতে থাকি। আমরা বড় কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী....।

সিংহ ঃ ব্যস ব্যস। হয়েছে, এতো কথা বলতে হবে না। যা, তোর পথে এগিয়ে যা।

সিংহ ফের পথ চলতে লাগলো। এবার পেয়ে গেলো বড় শিংওয়ালা একটি গরুকে। সে ভাবলো এতো বড় শিং যেহেতু আছে সেহেতু এই প্রাণীটাই মানুষ। সামনে এগিয়ে গিয়ে বললো ঃ "অ্যাই! তুই নাকি মানুষ?"

গরু ঃ না, জাঁহাপনা! মানুষের তো শিং নেই! আমি গরু। মানুষের হাতে আমি পর্যুদস্ত, নাজেহাল। জমিনে কার কাছে নালিশ করবো। মানুষেরা আমাদের ধরে নিয়ে গোয়ালে বেঁধে রাখে, দিনের বেলায় জমিনে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে জোয়াল চাপায় ও হাল চাষ করে, ফসল কেটে বাড়ীতে এনে আমাদের দিয়ে মাড়াই করে, কলুর ঘানি চালায়, দুধ দোহায় এবং শেষতক আমাদের জবাই করে গোশত খায়।

সিংহ ঃ হ্যাঁ, এসব আমার আগেই জানা। শুধু জানতে চাইলাম মানুষের সাথে থেকে থেকে মাথায় আবার হঠাৎ করে মানুষ হওয়ার ভূত চেপে গেলো কিনা এবং ছোট ছোট প্রাণীদের ভয় দেখাচ্ছিস কিনা। এই বানর ও শিয়ালেরা লেখাপড়া জানে না বলে মানুষকে ভয় পায়।

গরু ঃ না, জাঁহাপনা! আসল ব্যাপার হলো আমি এ শিং নিয়ে কী ভাবে...

সিংহ ঃ হয়েছে হয়েছে। বেশী কথা বলতে হবে না। যা, ভাগ এখান থেকে।

এরপর সিংহ ভাবলো, তাহলে বুঝা গেলো মানুষের শিং নেই। যাক, আমার জ্ঞান কিছুটা বাড়লো! সিংহ এরপর বহুদূর গিয়ে পেলো এক গাধাকে। সে দ্রুত ময়দানে দৌড়াচ্ছিল এবং চিৎকার করছিল। সিংহ ভাবলো এ ধরনের বিশ্রী শব্দ, লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ানো ও উল্লাস করে চিল্লানোটা নিশ্চয়ই মানুষ নামক প্রাণীর হবে। দেখা যাক, যাই তার কাছে। কাছে গিয়ে বললো ঃ এই শুন! তুই নাকি মানুষ হয়েছিস?"

www.pathagar.com

গাধা বললো ঃ না, আল্লাহর কসম! আমি কোনদিন মানুষ হতে পারবো না। আমি নিজেই মানুষের হাতে নাজেহাল হচ্ছি। অপমানের আর শেষ নেই ওদের হাতে। এই মাত্র ওদের হাত থেকে পালিয়ে এলাম। ওরা সাংঘাতিক প্রাণী। যেই ওরা কোন পশুকে ধরতে পারবে আর রেহাই নেই। শান্তির মুখ কেউ দেখবে না। ওরা আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে পিঠের উপর বোঝা চাপায়। এরপর নিজেরাও চেপে বসে। আবার এরাই আমাদের খেতাব দেয়, লম্বা কান! লম্বা কানের জন্যে উপহাস করে, ঠাট্টা-মস্করা করে। আরো বলে, যতক্ষণ গাধা আছে ততক্ষণ পায়ে হাঁটবো কেনো। মানুষেরা এতোই বেরহম ও অনিষ্টকারী যে এমনকি এদের কবিও কবিতায় বলেছেন ঃ

"অনিষ্টকারী মানুষের চেয়ে উত্তম শত গুণে
গরু আর গাধারা যারা শুধু বোঝাই টানে"

সিংহ ঃ বেশ বেশ। আমি জানতাম যে তুই বেটা লম্বা কান! তবে এটাই জানতে চেয়েছিলাম মানুষদের আসল কথা কী।

গাধা ঃ কিন্তু জনাব, মানুষদের সম্পর্কে জানাজানি করতে গিয়ে খুব সাবধান থাকবেন। নইলে...

সিংহ ঃ বেশী কথা বলতে হবে না। যা তোর কাজে। আমিই জানি কী করতে হবে।

সিংহ ভাবতে লাগলো ঃ "বহুত আজব ব্যাপার! মানুষকে তাহলে সব পশুই ভয় পায়। হাতী, উট, গরু ও গাধার চেয়ে বড় আবার কোন প্রাণী আছে নাকি?" এসব ভাবতে ভাবতে এগুতে লাগলো সে। পেয়ে গেলো এক ঘোড়াকে। বললো ঃ এই! তুই কে রে? আমি মানুষ খোঁজ করছি!

ঘোড়া বললো ঃ হিস্ স্ স্ স্ স্....! আস্তে, খুব আস্তে কথা বল! মানুষের কানে যাবে কিন্তু! মানুষ ভীষণ বিপজ্জনক। হয়তো কেবল তুমিই পারবে মানুষদের কাছ থেকে আমাদের দাঁদ নিতে। মানুষেরা আমাদের ধরে ধরে বন্দী করে রাখে, নাক ফুঁড়ে দেয়, যুদ্ধে নিয়ে যায়, শিকারে নিয়ে যায়, পিঠে চড়ে বেড়ায়, দৌড়ের কাজ করায় এবং এভাবে আমাদের চৌদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে দেয়। দেখো কীভাবে আমাকে এ গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে!

www.pathagar.com

সিংহ ঃ দোষ তোদেরই, দাঁত আছে লাগাম ছিঁড়ে ফেল ও পালিয়ে যা। এতো বড় বন-জঙ্গল, জায়গার অভাব দেখলি নাকি!

ঘোড়া ঃ জী ঠিক বলেছেন। কি যে বলবো। বন জঙ্গলেও শান্তি নেই। ওখানেও বাঘ, সিংহ, চিতা, নেকড়ে রয়েছে। মানুষ পেতে চাইলে এই একটু এগিয়ে যান। সামনেই একজন মানুষ কাজ করছে।

সিংহ ঃ বাঘ সিংহের বদনাম করলি, না? হাতে মোটেও সময় নেই। অত্যন্ত জরুরী কাজ রয়েছে। নইলে তোর কি ঘটাতাম তা জানিস। কিন্তু আজ প্রথমেই মানুষের কাছ থেকে সকল পশুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে ছাড়বো।

সিংহ এই বলে ঘোড়ার বলে দেয়া পথ ধরে এগিয়ে গেলো। দেখতে পেলো দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে একটি প্রাণী গাছের ডালপালা জমিয়ে একত্রে বাঁধছে এবং তারই মত আরেকটি বাচ্চা ছেলে তাকে সাহায্য করছে।

সিংহ ভাবলো ঃ "এই শীর্ণকায় দুর্বল দু'পায়ারা মানুষ হতে পারে না। তবে জিজ্ঞেস করতে দোষ নেই। জিজ্ঞাসাই জ্ঞানের চাবি।" এ ভেবে সে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে এবং লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হুম! তোকেই কী মানুষ বলা হয়?"

লোকটি হঠাৎ করে সিংহ দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলো। এরপর নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললো ঃ জ্বী, জনাব সিংহ! আমিই মানুষ। আমিতো সব সময়ই আপনার খোঁজ-খবর নেই, কল্যাণ কামনা করি। নামাজ পড়ে কতো দোয়া করি।

সিংহ ঃ বেশ, ভাল কথা! আমি জানতে এলাম তুই নাকি পশুদের অত্যাচার করিস? এরা সবাই তোকে ভয় পায় কেনো?

লোকটি বললো ঃ কী যে বলেন জনাব সিংহ! আমি কোথায় আর অত্যাচার উৎপীড়ন কোথায়? কে আপনাকে এ ধরনের আজব কথা শুনালো? কেউ যদি আমাদের ভয় পায় তাহলে সে নিজেই ভীতু। নতুবা আমি সকল পশু-পাখীরই চাকর। আমি ওদের খেদমত করি। মূলত আমাদের পেশাই খেদমত করা। অবশ্য ওসব পশু বড়ই বেইনছাফ। ওরা মানুষদের কদর

www.pathagar.com

করতে জানে না। আপনি কোনো অহেতুক এসব অকৃতজ্ঞ জনতার কথা শোনেন। আপনার মতো মহারাজের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না। আপনি সবার মুরুব্বী, বুজুর্গ। আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারো কান কথায় আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করা ঠিক না।

সিংহ ঃ আমি দেখলাম হাতী, গরু, গাধা, উট, ঘোড়া, বানর ও শিয়ালেরা সবাই তোর বিরুদ্ধে নালিশ করছে। ওরা তোকে ভয় পায়। সবারই এক কথা, মানব জাতি আমাদের কুপোকাত করেছে, নিঃস্ব বেচারা করে ছেড়েছে।

মানুষ ঃ আপনার প্রিয়তম প্রাণের শপথ! বিশ্বাস করুন ওরা উল্টো কথা বলেছে। এই যে হাতী, তার কথাই ধরুন। এতো বড় গর্দান থাকলে কী হবে একেবারেই অপদার্থ। তার উচিত আমাদের স্নেহ-মমতার কাছে ঋণী থাকা। আমরা এই বন্য অসভ্য প্রাণীটাকে শহরে এনে শিক্ষা-দীক্ষা দেই, মানব সমাজের সাথে পরিচিত করাই, ঘাস-গাছ যা খেতে চায় সবই দেই এবং চিড়িয়াখানায় কতো আপ্যায়ন করি। উটের কথা ধরুন, ওকে লালন পালন করি, খাদ্য-পানীয় দান করি, তাকে ঘর তৈরী করে দেই। উটের গায়ে লোম বড় হলে কি লাভ? আমরা সে সব কেটে তাকে সুন্দর করি এবং ওসব পশম দিয়ে বস্ত্রহীনদের বস্ত্র বানিয়ে দেই। ঘোড়ার জন্য সোনা-রূপা দিয়ে জিন ও লাগাম তৈরী করি এবং নতুন বউয়ের মতো তাকে সাজাই। এ ছাড়া আমরা জোর করে কারো কাছ থেকে কাজ নিই না। গরু ও গাধাকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেই। ওরা আপন মনে ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা বেলায় নিজেরাই ছুটে আসে এবং সটান ঢুকে যায় গোয়ালে। যদি কেউ নিজেরা রাজী না হতো তবে কোনো ফিরে আসে? আপনি ওদের কথা একাকী শুনেছেনতো তাই ওদের কথা বিশ্বাস করেছেন। প্রবাদেই আছে, "যে একা কাজীর কাছে যায় সে খুশী মনে ফিরে আসে।" ওরাতো কেউ এখানে নেই। তবে যদি চান তাহলে কাছেই একটি ঘোড়া আছে তাকে নিয়ে এসে সামনা সামনি কথা বলতে পারি। দেখবেন আপনার সামনেই তাকে স্বাধীন করে দেবো। কিন্তু জঙ্গলে ফিরে যেতে চাইবে না। আপনি অভয় দিয়ে বললেও সে কথা শুনবে না। আপনি নিজেই তো ভালো করে জানেন, আমরা কখনো সিংহ ও বাঘের

www.pathagar.com

ওপর বোঝা চাপাই না এবং নিজেরাও সওয়ার হই না। কারণ তারা রাজী নয়, তারা চায় না। না চাইলে জোর করে আমরা কাউকে খাটাই না। তাছাড়া আমাদের সে জোরও নেই। আপনিই দেখুন, আমি এই দুর্বল শরীর নিয়ে হাতীর মতো একটা মস্তবড় প্রাণীকে কী করে কষ্ট দিতে পারি? এটা কি বিশ্বাস হওয়ার কথা? আমি তো ওর এক লাথিতেই নিপাত হয়ে যাবো!

সিংহ ঃ ঠিকই তো! কথাতো বেশ সুন্দরই বলতে পারিস!

মানুষ ঃ সুন্দর সুন্দর কথাই বড় কথা নয়। আসলে আমাদের কাজ কারবারই সুন্দর। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের সাধ্যমতো যে কোন কাজই প্রাণীদের জন্যে করে যাই। এই তো আজই ভাবতেছিলাম যে, আপনার খেদমতে উপস্থিত হবো এবং আপনার জন্যে একটা সুন্দর ঘর তৈরী করার প্রস্তাব পেশ করবো। আপনি যে সকল পশুর রাজা। আমাদের উপর আপনার বড় হক রয়েছে।

সিংহ ঃ ঘর আবার কী চিজ?

মানুষ ঃ যদি অনুমতি দেন তাহলে এক্ষুণি আপনার চোখের সামনে একটি ঘর বানাবো। নিজেই দেখতে পাবেন আমরা কতো ভালো মানুষ, কতো পছন্দসই কাজ করি। আপনি কয়েক মিনিট গাছের ছায়ায় আরাম করুন।

লোকটি সিংহকে এ কথা বলেই তার সাগরেদকে ডেকে বললো ঃ এই ছোকরা! ওখান থেকে কাঠগুলো, হাতুড়ি, করাত আর কিছু লোহা নিয়ে আয়। জলদি কর! মহারাজ সিংহ বাহাদুর বসে আছেন।

বালকটি দ্রুত ছুটে গিয়ে নির্দেশ মতো সব যোগাড় করে আনলো। লোকটি তড়িঘড়ি সিংহের জন্য একটি বড় ও মজবুত খাঁচা তৈরী করে ফেললো। এরপর সিংহকে ডেকে বললো ঃ মহারাজ! আসুন, তাসরিফ রাখুন। এই হচ্ছে আপনার ঘর। ঘরের অনেক ফায়দা। যদি চান যে, কেউ আপনাকে বিরক্ত না করুক তাহলে এর ভেতর ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখবেন ও আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবেন। আপনার আদরের ছেলেমেয়েদেরও এর ভেতর রেখে বড় করতে পারেন। এর ভেতর যখন থাকবেন তখন আপনার উপর বৃষ্টি পড়বে না, বরফ পড়বে না, রৌদ্র পড়বে না, যদি পাহাড়ের উপর থেকে বড় কোন পাথর গড়িয়ে পড়ে তা-ও আপনার

www.pathagar.com

গায়ে লাগবে না, যদি ঝড় আসে এবং বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ে তবে তাও আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। গাছ ঘরের ছাদে আটকে যাবে। আমরা মানুষেরা এ কারণেই হামেশা ঘরে বসবাস করি। আপনি যেখানে সকল পশুর মহানায়ক, মহারাজ সেখানে আপনার জন্যে ঘর থাকা ফরজ কাজ। চিন্তা করে দেখুন আপনার ছেলেমেয়েরা এ ধরনের ঘর পেলে কতো খুশী হবে। অবশ্য সব ধরনের ঘরই বানাতে পারবো। ছোট বলুন, বড় বলুন। যাক, সে কথা। আগে এ ঘরে দয়া করে একটু ঢুকুন তো দেখি

www.pathagar.com

আপনার আন্দাজ মতো হয়েছে কিনা। অনুমানের উপর তাড়াহুড়া করে বানিয়ে ফেললাম তো! আসুন জাঁহাপনা!

সিংহ যতই ভাবছিলো ততই মনে হচ্ছিল যে, মানুষ সম্পর্কে অন্যরা যত কথাই বলুক না কেনো মানুষ তেমন ভয়ানক বলে তো দেখতে পাচ্ছি না। বরং অনেক দয়ালু, স্নেহপ্রবণ ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাই সে বিনা দ্বিধায় ও বিনা ভয়ে ঢুকলো গিয়ে খাঁচার ভেতর। তখন মিস্ত্রী তাড়াতাড়ি খাঁচার দরজা বন্ধ করে তালা লাগালো এবং বললোঃ "এখানে তসরিফ রাখুন। এখনি মানব জাতির শিল্পকলার সাথে আপনার পরিচয় ঘটিয়ে দেবো। বেশ মনে রাখার মতো।"

এরপর সে তার সাগরেদকে ডেকে আস্তে আস্তে বললো ঃ দেয়ালের ওপাশে আগুন জ্বালা এবং পিতলের বদনাটাতে পানি নিয়ে গরম কর আর ফুটাতে থাক। যখন ডাক দেবো তখন বদনাটা নিয়ে আসবি।"

এ কথা বলে সে খাঁচার পাশে এসে সিংহের সাথে কথা জুড়লো এবং বললো ঃ "এই যে মানুষ সম্পর্কে লাল্লু পাঞ্জুরা বলে বেড়াচ্ছে মানুষ এই মানুষ সেই তা এ কারণে যে, মানুষের শরীরটা ছোটখাটো ও কোমল হলে কী হবে মানুষের মাথা সকল জীবজন্তুর চেয়ে উত্তম কাজ করে। তুই বেটা মানুষকে খুবই হেয় মনে করেছিস এবং গহীন জঙ্গল থেকে বের হয়ে এসেছিস যে, মানুষের পিঠের ছাল তুলে নিবি। তাই না? মানুষ শত রকমের দ্রব্য সামগ্রী ও হাতিয়ার আবিষ্কার করেছে যা তার জন্যে কল্যাণকর কিন্তু শত্রুদের জন্যে ক্ষতিকর। অবশ্য আমাদের বিষ দাঁত, নখ ও থাবা নেই কিন্তু এমন কিছু আছে যা তোদের দাঁত, নখ ও থাবার চেয়ে শতগুণে বিপজ্জনক। সকল পশুপাখী যদি আমাদের ভয় পেয়ে থাকে তবে তা এসবেরই কারণে। এখন আমি একটি ছোট ও নগণ্য বদনা দিয়েই এমন বালা মুছিবত তোর মাথায় ঢেলে দেবো যে যদ্দিন বেঁচে থাকবি তদ্দিন ভুলবি না এবং আর কোনদিন প্রতিশোধ নেয়ার নামও নিবি না।"

এরপর সে বড় কণ্ঠে ডাক ছিলো ঃ "এই ছোকরা! বদনাটা আন!"

সাগরেদ বদনা নিয়ে এলে মিস্ত্রী মই বেয়ে উঠলো গিয়ে খাঁচার উপর এবং সিংহের গায়ে ফুটন্ত পানি ঢেলে দিতে লাগলো।

সিংহের চিৎকার দেখে কে। খাঁচা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে কী

www.pathagar.com

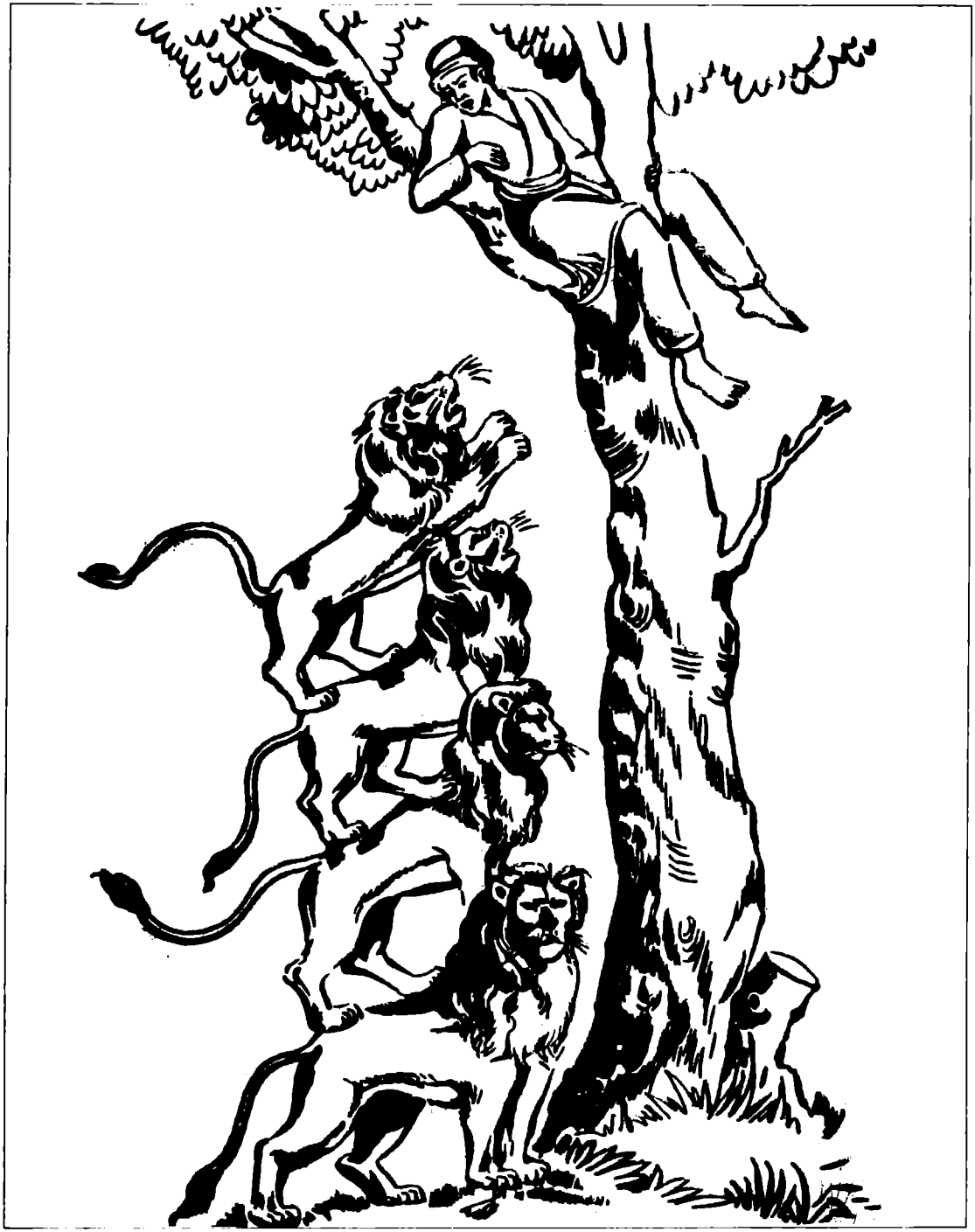

www.pathagar.com

হবে, খাঁচা ছিল বেশ শক্ত ও মজবুত। সিংহের সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে লোম উঠে গেলো, চামড়া লাল দগদগে হয়ে উঠলো। সিংহ টিকতে না পেরে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি শুরু করে বললো ঃ "যা বোঝার বুঝলাম। মানুষ কী চিজ তাও জানলাম। এবার দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। আর কখনো মানুষের ধারে কাছে আসবো না।"

লোকটি বললো ঃ হ্যাঁ, আমি তোকে এই খাঁচাতেই আটকে রাখতে পারি, তোকে নাক কান ঠোঁট মুখ ও লেজ কেটে ছাগল বানিয়ে দিতে পারি, তোর গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে পায়ের জুতো বানাতে পারি। কিন্তু না, তা করবো না। তোকে ছেড়ে দেবো। জঙ্গলে গিয়ে পশুদের জানাবি মানুষের সাথে যেনো জোর দেখাতে না আসে। আমি নিজেই খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি। কিন্তু যদি মনে কোন কুমতলব এঁটে থাকিস তাহলে আমার কাছে শত রকমের যন্ত্র আছে যা এই বদনার চেয়েও ভীষণ খারাপ। তখন তোর খুনের দায়দায়িত্ব তোকেই নিতে হবে। বুঝলি!

মিস্ত্রী খাঁচার দরজা খুলতেই সিংহ প্রাণের ভয়ে দিল ছুট। পিছন ফিরে আর তাকালো না। এক দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর গিয়ে শুরু করলো চিৎকার ফরিয়াদ। যন্ত্রণায় সে লাফাচ্ছে। তার গর্জন ও চিৎকার শুনে দু'তিনটা সিংহ দৌড়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ কিরে কী হলো? এ রকম হয়েছিস কেনো?

সিংহ চিৎকার করতে করতে তার কিচ্ছা বয়ান করে বললো ঃ "এ সবই মানব জাতির হাত থেকে পেলাম।"

সিংহরা বললো ঃ তুই অনর্থক মানুষের সাথে কথা বলতে গেছিস। ফলে প্রতারিত হয়েছিস। তোর উচিত ছিল ঘর বানানোর আগে ও বদনা আনার আগেই তার বারোটা বাজিয়ে দেয়া। এখন চল এর প্রতিশোধ গ্রহণ করি। মানুষ তোকে একা পেয়েছিল। দুশমনের সাথে একা লড়তে নেই। এক সাথে যদি যেতাম তাহলে এ রকম হতো না।

সিংহ বললো ঃ তাহলে চল যাই!

তিন সিংহ আগে আগে আর আহত সিংহ পিছু পিছু ছুটে এলো সেই ক্ষেতের কাছে। এ সময় মিস্ত্রী চলে গিয়েছিল বাড়ীতে। একা তার সাগরেদ কাজগুলো গুছাচ্ছিল। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়েই সিংহদের দেখে সে ব্যাপার কী

www.pathagar.com

বুঝে ফেললো। দেখলো চরম বিপদ সামনে। চোখের পলকে এক দৌড়ে গিয়ে নিকটবর্তী গাছে উঠে পড়লো এবং একটি ডালের উপর বসে রইলো।

সিংহরা গাছের তলায় এসে বললো ঃ এখন কী করি?

জ্বালাপোড়ায় যন্ত্রণাকাতর সিংহ বললো ঃ আমি মানুষকে ভীষণ ডরাই। আমি উপরে উঠতে পারবো না। আমি গাছের তলায় দাঁড়াই আর তোমরা আমার ঘাড়ে পা রেখে একজনের পিঠে আরেকজন দাঁড়াতে থাকো। এরপর ওকে ধরে নামিয়ে আনো। তখন ওর মজা দেখাবো।

সবাই বললো ঃ "বেশ, বিস্‌মিল্লাহ!"

আহত সিংহ গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়ালো। অন্যান্য সিংহ একের পিঠে অন্য পরপর উঠে গেলো। গাছটি বেশী উঁচু ছিল না। মিস্ত্রীর সাগরেদ দেখলো, এই বুঝি সিংহরা তাকে ধরে ফেললো! পলায়নের আর কোন উপায় নেই। হঠাৎ তার মনে একটি চিন্তা এলো। তার মনে পড়লো ওস্তাদের সেই ডাক। সে তখন চিৎকার করে উঠলো ঃ "এই ছোকরা! বদনাটা নিয়ে আয়?"

আহত সিংহ বদনার রহস্য নিজেই দেখেছে। তাই বদনার নাম শুনতেই ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং নিচ থেকে এক দৌড়ে ছুটে পালালো বনের দিকে। এতে করে উপরের সিংহরা হুড়মুড় করে একজনের উপর আরেকজন পড়ে গেলো।

পলায়নরত আহত সিংহ তখন চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ "পালা! পালা! নইলে নিপাত হয়ে যাবি।"

সিংহরা তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার পিছু পিছু দৌড়ে এসে বললো ঃ "আচমকা এভাবে নিচে থেকে সরে গেলি কেনো? ওকে প্রায় ধরেই ফেলছিলাম।

আহত সিংহ বললো ঃ আমি যা জানি তোরা তা জানিস নারে! আমি মানুষের সব ভেদ রহস্য জেনে গেছি। যেই বললো " বদনাটা নিয়ে আয়!" তখন এর মানে কাম সারা। আমার যে দুর্দশা তাতো এ বদনারই কাণ্ড। আমরা কী আর বদনা বানাতে পারবো! মানুষেরা আমাদের চেয়ে অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। যার জ্ঞান-বুদ্ধি বেশী তার জোরই সবচে বেশী! ওরে বাবা, মা গো, গা জ্বলে গেলো, পুড়ে গেলো!

www.pathagar.com

গাধা ও গরু

এক কৃষকের ছিল একটি গাধা ও একটি গরু। দুটোই এক সাথে গোয়ালে থাকতো। কৃষক গাধাকে বোঝা বহন ও সওয়ার হওয়ার কাজে লাগাতো আর গরু দিয়ে এক ধরনের বিশেষ জোয়াল ও লাঙ্গলের সাহায্যে হালচাষ করতো। ঐ বিশেষ জোয়াল ও লাঙ্গলের কারণে এক জোড়া গরুর দরকার হতো না। একটি দিয়েই হালের কাজ চলতো। কৃষক গম ও ধান মাড়াইয়ের সময় ঐ গরুকেই কাজে লাগাতো।

একদিন সকাল থেকে বিকালতক মাঠে কাজ করে যখন গরু ঘরে ফিরলো তখন সে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই বিরক্তিতে নিজে নিজেই বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগলো।

গাধা গরুর অবস্থা লক্ষ্য করে বললো ঃ "আরে বাবা, হয়েছে কী? এতো বিরক্ত কেনো? বিড়বিড় করে কি সব বলছো?"

গরু ঃ কিছুই না! তোরা গাধার দল আমাদের দুঃখ কষ্টের কী বুঝবি? আমরা গরুরা তোদের চেয়ে অনেক হতভাগা। এই হতভাগাদের ব্যথা কেউ বুঝবে না।

গাধা ঃ বাবা! এ আবার কী ধরনের কথা বলছিস? তুইও যেমন বোঝা টানিস আমিও তেমন বোঝা টানি। এতে উত্তম-অধমের কি আছে? কোথায় তফাৎ দেখলি?

গরু ঃ না, অনেক ফারাক রয়েছে। গাধাকে কেবল বোঝা বহন ও সওয়ার হওয়ার জন্যে পালন করে। আর কোন কাজ তোকে দিয়ে করায় না। কিন্তু আমার দায়িত্ব হচ্ছে জমিন চাষ করা, মাড়াইয়ের সময় মাড়াই করা, কলুর ঘানি টানা ইত্যাদি। এসব করতে করতে ঘাড়-গর্দান শক্ত হয়ে গেছে, ফেটে রক্ত আসে। দুঃসহ ব্যথা বেদনায় চোখে ঘুম আসে না। জানি না কি গুনাহ্ যে করেছিলাম যে কারণে এসব আজাব ভোগ করছি।

গরুর বর্ণনায় গাধার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বললো ঃ তোর কথাই ঠিক। তবে তুই যদি চাস তাহলে তোকে আমি এমন

www.pathagar.com

কিছু শিখিয়ে দিতে পারি যে তোকে আর মাঠে নিয়ে যাবে না। কঠিন কাজকর্ম করা থেকে নাজাত পেয়ে যাবি!

গরু ঃ বুঝতে পারছি না কি করবো। লোকে বলে গাধাদের মাথায় কিচ্ছু নেই। গাধারা এতো আহাম্মক যে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই এদের মাথা থেকে আসে না। তাই ভয় হচ্ছে এমন কিছু হয়তো তুই শিখিয়ে দিবি যা আমার ক্ষতিই ডেকে আনবে।

গাধা ঃ নারে ভাই, ও কথা ঠিক নয়। মানুষ আমাদেরকে যত গাধা মনে করে আমরা কিন্তু আসলে তত গাধা নই। এ জন্যেইতো আমাদেরকে হাল চাষ ও ঘানি টানার কাজে কেউ লাগাতে পারেনি। এখন তুই একবার হলেও আমার নসিহত শুনে নে। পরীক্ষা করেই দেখ না কি হয়। আমি যতটুকুন

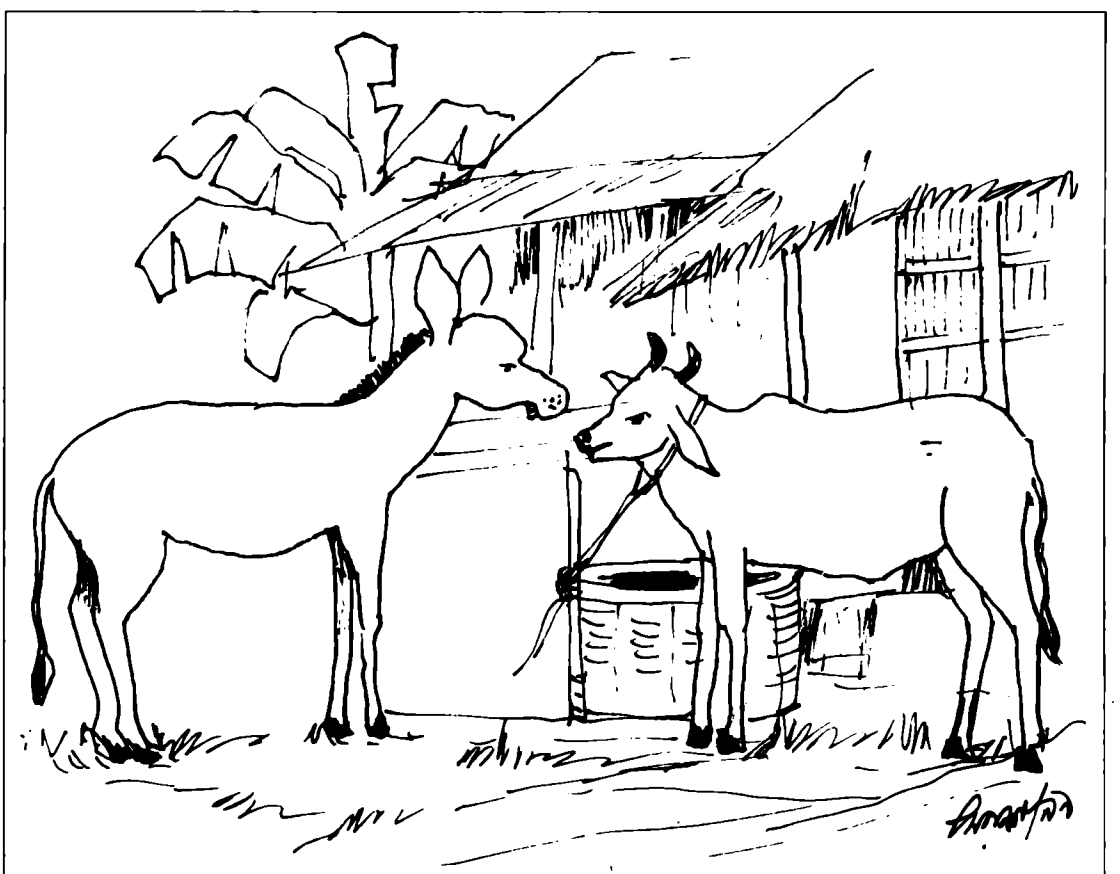

www.pathagar.com

জানি মানুষেরা শক্ত সামর্থ ও সুস্থ্য গরুদের উপরই কঠিন কঠিন কাজের ভার চাপিয়ে থাকে। তুই যত ভাল কাজ করবি ততই তোর উপর কাজ চাপাবে। আমার মতে তুই নিজেকে রোগী বলে ভান কর। রোগ যাতনার চিহ্ন হিসেবে তুই উহ্ আহ্ করতে থাকবি। পথ চলবি না। জোর করে কেউ কারো কাছ থেকে কাজ আদায় করতে পারে না। বুঝলি!

গরু ঃ তখন লাঠি হাতে নিয়ে ইচ্ছে মতো পিটাবে।

গাধা ঃ আমার মতে, অতিরিক্ত কাজ করার চেয়ে কিছু লাঠিপেটা খাওয়া অনেক ভাল। তুই বরং যাত্রা শুরুর আগেই কৌশল প্রয়োগ করবি। কাল সকালে যখন তোকে বাইরে নিয়ে যেতে আসবে তখনি হাত-পা লম্বা করে এক পাশে শুয়ে থাকবি আর হাম্বা হাম্বা করবি। চার-পাঁচটা না হয় তোর গায়ে মারলই কিন্তু যখন দেখবে যে, মোটেও নড়তে পারিস না তখন তোকে ছেড়েই চলে যাবে।

গরু ঃ ঠিকই বলেছিস। এতসব বোকামী সত্ত্বেও এ জিনিসটা ঠিকই বুঝেছিস!

পরদিন সকালে গরু কথা মতো হাত-পা সোজা করে কাত হয়ে শুয়ে রইলো এবং হাম্বা হাম্বা রবে আহ্ উহ্ করতে লাগলো। কৃষক এসে একে উঠানোর যত চেষ্টাই করুক না কেনো উঠাতে পারলো না। তখন বাধ্য হয়ে গোয়াল থেকে বের হয়ে গেলো অন্য কোন উপায় বের করার চিন্তায়।

গাধা বললো ঃ বললাম না! দেখলি তো কী ভাল বুদ্ধিই না তোকে শেখালাম! এরপরও কী বলবি গাধাদের মাথায় একেবারে গোবর?

কয়েক মিনিট গেলো। কৃষক আর কারো কাছে গরু খুঁজে পেলো না। তাই গোয়ালে ফিরে এসে লাগাম লাগিয়ে গাধাকে গোয়াল থেকে বের করলো। গাধা গোয়াল থেকে বের হওয়ার সময় গরুকে বলে গেলো ঃ ভুলে যাসনে যে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোকে এভাবে রোগের ভান করে পড়ে থাকতে হবে। নইলে দিনের মাঝখানে হয়তো এসে তোকে মাঠে নিয়ে যেতে পারে।

গরু ঃ তোর উপদেশের জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ তোকে দীর্ঘজীবী করুক এবং মানসম্মান দিক!

www.pathagar.com

কৃষক সেদিন গরুর বদলে গাধাকেই মাঠে নিয়ে গেলো এবং লাঙ্গল জোয়ালে বেঁধে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমি চাষ করলো।

গাধা মনে মনে ভাবলো ঃ গরু বেচারার জন্যে সওয়াব করতে গিয়ে নিজেই কাবাব হয়ে গেলাম। সত্যি আমি একটা আজব গাধা! আমার কী খাওয়া খোরাক ছিল না, ফেন-পানি ছিল না যে নিজের গচ্ছা দিয়ে উপদেশ খয়রাত করতে গেলাম। বলো কোন্ দুঃখে এ বিপদ কাঁধে তুলে নিলাম? হায়রে নসিব!

গাধা কাজ করতে করতে যেই গরুর কথা মনে হতো অমনি বিরক্তিতে তার মুখে তিতা ফেনা উঠতো। তার দুঃখ-কষ্টের আর সীমা রইল না। মনে মনে শুধু আওড়াতে থাকলো ঃ "ইস! কতো বড় গাধা আমি!"

দুপুরের দিকে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ায় গাধা ভাবলো ঃ গরুকে যে বুদ্ধি শেখালাম এবার সেই বুদ্ধিটাই নিজের জন্যে কাজে লাগানো উচিত। নইলে আর জান থাকবে না।

গাধা তখনি জমিনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো এবং কান ফাটা চিৎকার জুড়ে দিলো।

কৃষক ঠেলেঠুলে গাধাকে উঠাতে না পেরে একটি মোটা লাঠি আনলো এবং শুরু করলো বেদম পিটানো। পিটাতে পিটাতে বলতে লাগলো ঃ মূর্খ কোথাকার! আহাম্মক কোথাকার! দেখতেই পারছিস যে গরু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এরপরও কিনা তুই কুড়েমি শুরু করেছিস। দুধের কারণে না হয় গরুকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তোকে এই লাঠি দিয়ে সোজা করবো। তোর দুধও কোন কাজে আসে না, গোশতেও কোন ফায়দা নেই। তাহলে এতসব খড়-কুটা ও যব-ভুসি কেনো খাস? একটা দিনও যদি কাজ করতে না পারিস তবে তোকে মেরে ফেলাই উত্তম।

গাধা দেখলো অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম দিকে বিরক্তির সাথে এবং ধীরে ধীরে মনোযোগ দিয়ে কাজে লেগে গেলো। এভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেদিন কাজ হলো। মনের দুঃখে সে বার বার শুধু বিড়বিড় করে এক কথাই বললো ঃ আজব গাধাই না আমি! কী ভুলই না করেছি! যাক, আজ রাতে আরেক কৌশলে গরুকে পটাতে হবে যাতে কাল

www.pathagar.com

সকালে মাঠে যায়। নইলে আমি এ পরিশ্রমে একদম মারা যাবো।

রাতে গাধা সোজা গিয়ে ঢুকলো গোয়ালে। সে চেষ্টা করলো যাতে গরু না বুঝে আজ তার উপর দিয়ে কী ধকল গেছে। কিন্তু সারাদিন বিড়বিড় করে বলেছিল- "আজব গাধাই না আমি", "আজব গাধাই না আমি" তা তার অভ্যাস হয়ে পড়ায় গোয়ালে এসেও রাগে দুঃখে ও পরিতাপে মনের অজান্তেই জোর গলায় একই কথা বলতে থাকে। কয়েকবার কথাটি গরুর কানে গেলে সে ভাল করে খেয়াল করে বললো ঃ "না বাবা! তুই মোটেও গাধা নস! বিশেষ করে আজ যে জ্ঞানের পরিচয় দিলি তা সত্যি আমার উপকারে এসেছে। এতো সুবুদ্ধি মাথায় থাকতে তোকে গাধা বলাটা ঠিক হবে না।"

গাধা বললো ঃ "তুই সবকিছু জানিসনে। শুধু গোয়ালে পড়ে খাওয়া ও ঘুমানোটাই বুঝলি। কিন্তু আজ আরেকটি ব্যাপার বুঝতে পেরে তোর চিন্তায় সারাটা দিন অশান্তিতে কাটিয়ে এলাম।"

গরু ঃ মাঠে গিয়েছিলি নাকি? তাহলে তো দেখে এলি কী কঠিন কাজ হাল চাষ করা!"

গাধা ঃ না না, মোটেও কঠিন নয়। বরং উল্টো। এতোদিন বুঝতে পারিনি যে, কাজটি এতো সোজা ও আরামদায়ক। কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে মনটা আমার ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে তোকে বললে খুব কষ্ট পাবি।

গরু নড়েচড়ে উঠে বললো ঃ সে আবার কী? ভয়ের কিছু নেই খুলেই বল শুনি। দুঃখ পাবো না দেখিস।

গাধা ঃ ব্যাপার তেমন কিছুই নয়। মালিকের জন্যে খুব সাধারণ ব্যাপার। আজ দুপুরে সে তার এক বন্ধুকে বলছিল- হালচাষের জন্যে গাধা অনেক ভাল। আমার গরুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভয় হচ্ছে, মরেই যায় কী না! তাই ঠিক করলাম কাল যদি ভাল হয়ে না ওঠে তাহলে কসাই ডেকে এনে বিক্রি করে দেবো। তাতে অন্ততঃ গোশত হারাম হবে না।

গরুর কানে কথাটা যেতেই সে আঁতকে উঠলো।

গাধা তখন তার কথার রেশ ধরে বলতে লাগলো ঃ বিশ্বাস কর, আমি

www.pathagar.com

তোর ভালোর জন্যেই অসুখের ভান করার বুদ্ধি দিয়েছিলাম। আমার কোন বদনিয়ত ছিল না। শুধু চেয়েছিলাম বসে বসে কিছু বিশ্রাম করে নে, একটু আরাম কর, এই যা! আমি বুঝতে পারিনি যে কৃষক কসাইয়ের চিন্তা করে বসবে। এখন ভেবে দেখ। ভাল মনে করলে আরো একটা দু'টা দিন বিশ্রাম কর!

গরু ভয় পেয়ে গিয়ে বললো ঃ না বাবা! একদিন যে বিশ্রাম নিতে পারলাম তাই যথেষ্ট। আমি আগেই জানতাম যে, গাধার পরামর্শ গরুর জন্যে মোটেও ভাল নয়। কাল সকালেই কাজে যোগদান করবো।

গাধা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো ঃ যাহোক, আমি প্রস্তুত রয়েছি যদ্দিন তুই চাস তদ্দিন তোর বদলে আমিই মাঠে যাবো। ক্ষেতে কাজ করা বেশ আরামদায়ক। হালচাষ বলিস, আর মাড়াই বলিস সবই আমার জন্যে একেবারে পানি ভাত। টেরই পাই না। স্থায়ীভাবে এ কাজ করতে পারলে ভালই হতো। ইস্! বোঝা টানা এবং সাথে মালিককে পিঠে তুলে হাটে বাজারে, এখানে সেখানে আসা-যাওয়া যে কী কষ্ট!

গরু ঃ আমি জানতাম যে, তুই আমাকে ফাঁকি দিয়েছিস। ভাল করেই জানতাম যে হাল চাষ করা, মাড়াই করা ও ঘানিটানা কসাইয়ের হাতে পড়ার চেয়ে কোটি গুণে উত্তম। মুর্খ গাধার কথা শোনা আর আত্মহত্যা করা একই কথা।

গাধা ঃ এ্যা বাবা! আমি তোর উপকার করতে গেলাম আর তুই কিনা বাজে বকছিস! আমি জানতাম যে, গরুর দল বড়ই অকৃতজ্ঞ।

পরদিন কৃষক গরুকে ধাক্কা দিতেই সে লাফিয়ে উঠলো। বেশ চাঙ্গা দেখাচ্ছে। তখন গরু আর গাধা চললো মাঠে। যাত্রার সময় কৃষক তার ছেলেকে ডেকে বললো ঃ তুই আরেকটি লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে আয়! গাধাটিকেও আজ থেকে গরুর পিছু পিছু হাল চাষে কাজে লাগাবি! শোন, আরেকটা মোটা লাঠিও নিয়ে আসিস। গাধা আবার ছংবং করতে পারে!"

www.pathagar.com

www.pathagar.com